www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম

ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

মোটরবাইক নয় চাই সাইকেল কারখানা

চারের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১ মাঘ – ৭ মাঘ, ১৪২২ ঃ ১৬ জানুয়ারি – ২২ জানুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 12, 16 January - 22 January, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : যারা কিনা রোগীর চিকিৎসা করে ভগবানের আখ্যা পেয়ে বসে আছেন সেই চিকিৎসক হওয়ার পরীক্ষায় এবার খুল্লেআম টোকাটুকি। ঘটনাস্থল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ শাসক দলের ডাক্তার নেতা নির্মল মাজি তাঁর ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের পরীক্ষার সময় টুকতে সাহায্য করেছেন।

রবিবার : বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে ২ লক্ষাধিক কোটি টাকার লগ্নি রাজ্যে আগমনের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশে বসা কতিপয় শিল্পপতিরা মাথা নেড়ে সায়ও দিলেন। কাজের কাজ কী হবে তা জানতে হলে তাকিয়ে থাকতে হবে ভবিষ্যতের গর্ভগৃহে। সিন্ডিকেটরাজ সামলে এর বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব প্রশ্ন তা নিয়েই।

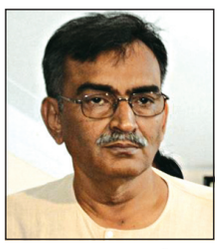

সোমবার : রাজনৈতিক ডিগবাজি অনেকদিন আগেই খেয়েছেন কমরেডরা। ভোট বৈতরণী পার হতে এক কালের মহাশত্রু কংগ্রেসের প্রায় হাতে পায়ে ধরছেন আলিমুদ্দিনের তাবড় নেতারা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দশদিন সময় বেধে দিয়েছেন কংগ্রেসকে জোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

মঙ্গলবার : প্রকৃতির রোষানলে এবার শীতের অনুভূতি থেকে একপ্রকার বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশের বেশ কিছু অঞ্চল। প্রাকৃতিক এই ভ্রুকুটি আঘাত হেনেছে সর্পকূলের বিস্তারেও। রাজ্য থেকে একরকম হারিয়ে যাচ্ছে শাঁখামুটি, হেলে, লাউডগা, ঢ্যামনার মতো পরিচিত সাপ।

বুধবার : সাপের অস্তিত্ব হারানোর খবর পাঠককে বিচলিত করার পরের দিনই আরও এক বৃহৎ প্রাণীর মৃত্যুলীলা শিহরণ জাগালো আমাদের মনে। তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন সমুদ্রসৈকতে হঠাৎ করে ছটফট করতে করতে মারা গেল প্রায় ৫০টি তিমি মাছ। কী কারণে এদের মৃত্যু তা এখনও জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, ৭০ দশকের একেবারে গোড়ায় এই তুতিকোরিন সৈকতে মিলেছিল শতাধিক তিমি মাছের লাশ।

বৃহস্পতিবার : পাঠানকোট হামলার রেশ না কাটতেই শীতের সকালে রেড রোডে ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজের মহড়ায় ব্যস্ত জওয়ানকে পিষে দিল তৃণমূল নেতার দুর্বিনীত পুত্রের দামি গাড়ি। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মহম্মদ সোহরাবের বড় ছেলে আম্বিয়া সোহরাব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজের কাজ হবে কি?

শুক্রবার : জঙ্গিদের হামলার নিশানা এবার এশিয়াতে। প্যারিসের নাশকতার ধাঁচেই ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় লাগাতার আঘাত হানলো ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিরা। পাঁচ জঙ্গিসহ মৃত্যু হল নিরীহ দুই নাগরিকের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সত্যপ্রকাশে অসহিষ্ণু বসুবাড়ির একাংশ

নেতাজি নিয়ে মিথ্যাচার অব্যাহত

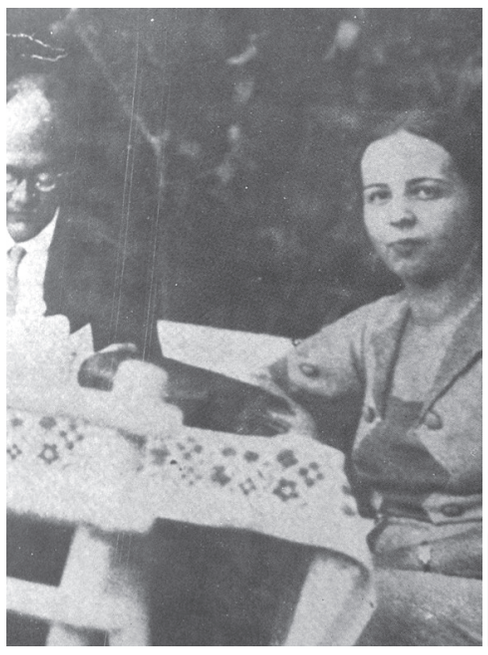

১৯৩৫ সালে এমিলির ছবি

১৯৩৬ সালে এমিলির ছবি

১৯৩৭ সালে এমিলির ছবি

বসুবাড়ির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত নেতাজির তথাকথিত পত্নী এমিলির তিন রূপ। এর মধ্যে আসল এমিলি তাহলে কে? নীরব বসুবাড়ি।

আজাদ বাউল

নেতাজি সম্পর্কে অনেক প্রচলিত মিথ্যা তথ্য সত্যের আলোকে তথ্যের বিচারে প্রকাশ্যে চলে আসবে। ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সংশ্লিষ্ট মহল। নেতাজির মেজদা শরৎ বসুর পরিবারের বড় ছেলে, মেজ ছেলে, পুত্র, পুত্রবধূ সকলেই নিজের নিজের মতো করে তাঁদের রাঙা কাকা সুভাষচন্দ্রের বিবাহ গল্পের প্লট রচনা করেছেন এবং কে কতটা সুভাষচন্দ্রের কাছের লোক ছিলেন তা নানাভাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছেন। শেষতম সংযোজন 'এ ট্রু লাভ স্টোরি' বইটি। প্রাক্তন সাংসদ ও বিখ্যাত লেখক নিরোদ চন্দ্র চৌধুরীর ভাইঝি কৃষ্ণা বসু তথ্য প্রমাণের ধারে কাছে না গিয়ে চিরাচরিত প্রথায় সিনেমাধর্মী চিত্রনাট্য লিখেছেন। তাঁর দুই সুপুত্র নেতাজির গৃহত্যাগ নিয়ে নানা 'তথ্য' তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইতিহাসবিদ হলেও সবার ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে না। সত্য প্রকাশ্যে এলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধী ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। বসু বাড়ির একাংশ যে গবেষণাগার চালান সেখানে বহু বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকা পান। তাঁদের গবেষণার মূল উপজীব্য তিনটি বিষয় : বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু, এমিলি অ্যানিটার গল্প প্রচার ও চিতাভস্ম আনার নানা প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অথবা পরোক্ষ মদত প্রদান। নেতাজির লেখাপত্র 'সম্পাদিত' করার অর্থাৎ সংযোজন বিয়োজনের গুরুদায়িত্ব তাঁরা তুলে নিয়েছেন দেশবাসীর নেতাজির প্রতি আবেগ ও শ্রদ্ধাকে উপেক্ষা করে। তিনরকম এমিলির ছবি তাঁরা অক্লেশে ছেপে যান। বিমান দুর্ঘটনার শোনা কথা ছাড়া তাদের কাছে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই। তবু নেতাজি তদন্ত কমিশনে হাজির হন না। চিতাভস্ম পন্থী, অ্যানিটাপন্থী, উভয় পন্থী এবং চিতাভস্ম বিরোধী এই চারভাগে আপাতত বসুবাড়ি বিভক্ত। নেতাজির গৃহত্যাগে কৃষ্ণা বসুর স্বামী শিশির বসুর কী কী ভূমিকা ছিল কিংবা তথাকথিত ওই বিতর্কিত গাড়ি, বিতর্কিত ব্লু বুক মহাফেজখানার কোনও দলিলে স্বীকৃতি পায়নি। অন্যদিকে যখন ভগবানজি বা গুমনামি বাবার আইনি মান্যতা এলাহাবাদ কোর্টের নির্দেশে মান্যতা পেতে চলেছে সেই সময় বসু বংশের নানা সূত্রের লোকজন গণমাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে চিতাভস্ম কিংবা স্ত্রী পুত্র/কন্যার অতীত তত্ত্ব প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নানা সংবাদমাধ্যম ও সংবাদদাতার ওপর 'প্রভাবশালী' ব্যক্তিরা নেতাজি সংবাদ এর ব্যাপারে শুধু নজরদারি নয় 'সেন্সর'এর অলিখিত বাস্তবতা প্রকট হয়েছে।

সীমান্তবর্তী জেলায় জাল পাসপোর্ট চক্রের রমরমা

কুনাল মালিক

এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জাল নোট পাচারের পাশাপাশি জাল পাসপোর্ট তৈরির নানা ডেরা গজিয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর রাজ্যের নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদের সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে বৈধপথে জাল পাসপোর্টের মাধ্যমে এদেশে জঙ্গির সংগঠনের লোকজন প্রবেশ করতে তৎপর হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে জামাতউল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এ রাজ্যে ঢুকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার জাল রচনা করেছে। ওই সদস্যরা এই রাজ্যে দেশ বিরোধী কার্যকলাপে অংশ নিয়ে নাশকতা ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে গোয়েন্দা দফতর। তাই রাজ্য জুড়ে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের ওপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে গোয়েন্দা দফতর। সম্প্রতি বসিরহাট ও নদিয়ায় তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দারা জানতে পারেন দুজন

জঙ্গি অনুপ্রবেশের স্বার্থে

জামাতউল মুজাহিদিন সদস্যকে এদেশে জাল পাসপোর্টের মাধ্যমে ঢোকানোর জন্য পরিকল্পনা চলছিল। এ রাজ্যের অনেক প্লেসমেন্ট এজেন্সি ভুয়ো তথ্য ও কাগজপত্র জোগাড় করে মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পাসপোর্ট তৈরি করে দিচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর একজন আসল ভারতীয় নাগরিকের জাল শংসাপত্র বের করে জাল পাসপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ওই আসল ভারতীয় কিন্তু জানতেই পারছে না যে তাঁর নামে নকল পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে বাংলাদেশি জঙ্গিরা ঢুকে পড়ছে। দ্বিতীয়ত আসল ভারতীয় পাসপোর্টের আদলে হুবহু নকল পাসপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। শুধু ছবিটা বদলে দেওয়া হচ্ছে। পাসপোর্টের বার কোড এবং নম্বর অবিকল থাকছে। জাল পাসপোর্ট কান্ডে ধৃত হাফিজ শেখ ওরফে নুরমহম্মদকে গ্রেপ্তার করে জেরায় গোয়েন্দারা অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। জাল পাসপোর্ট তৈরি করে অনেককে এদেশে ঢোকানোর পাশাপাশি তাদের জাল নোট পাচারের বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠানকোটে জঙ্গি হামলার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও তৎপর হয়েছে। কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে ওপার বাংলা থেকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা বেশি গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তাই গোয়েন্দারা এই জেলাগুলোতে নজরদারি আরও জোরদার করেছে।

জেশপের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে বিধানসভা নির্বাচনে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনার দমদম পুরসভা এলাকাধীন জেশপ কোম্পানি। ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই কারখানাটি যাত্রীবাহী ট্রেন, ট্রেনের বগি, ওয়াগন রেল ইঞ্জিনসহ রেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, রেললাইন ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। প্রায় বছর খানেকের বেশি সময় ধরে এই জেশপ কোম্পানির শ্রমিকদের বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্মজীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করা শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ তাই তাদের বিকল্প আয়ের সংস্থানেও ব্যর্থ। এজন্য বর্তমানে তাদের নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য, অনটন ও দুর্দশা। যার কাছে হার মেনে ইতিমধ্যেই ন'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই এখন শয্যাশায়ী। অর্থাভাবে যেমন চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনই বহু শ্রমিকের পরিবারের ছেলে–মেয়েদের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারও বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, আবার কেউ বাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে না পেরে ফুটপাতবাসী হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই শ্রমিকদের দুরাবস্থার কথা জেনেও কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যার সুযোগ নিয়ে পবন রুইয়া শ্রম আইন ও সরকারি চুক্তি লঙ্ঘন করে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। এমনকি বারংবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কারখানার যন্ত্রাংশ রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। তাদের এই অভিযোগের তির মালিকপক্ষের দিকেই। তাদের আরও অভিযোগ, যন্ত্রাংশ চুরি যাওয়ার ফলে জেশপ কারখানা সিঙ্গুরের টাটা কারখানার জমির মতোই হবে, এমন আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। জেশপ আবার যদি খোলে, তাতে উৎপাদনও করা যাবে না। তাই সবার আগে এই মুহূর্তে প্রয়োজন চুরি বন্ধ করার বলে শ্রমিকদের অভিমত। জেশপের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধ এই কারখানাটি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচনের আগে। এমনকি ধীরে ধীরে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। যা মেনে রুইয়া গোষ্ঠী কারখানা খোলেন ও টাকা মেটানোর ইঙ্গিতও দেয়। কিন্তু লোকসভা ভোটপর্ব মিটতেই পবন রুইয়া স্বমহিমা ধারণ করেন এবং বঞ্চনার অধ্যায়কে দীর্ঘায়িত করার পথ বেছে নেন। এ প্রসঙ্গে শ্রমিকদের একটা বড় অংশের অভিযোগ, তৃণমূলের একটি অংশের মদত থাকতেই পবন রুইয়া এই সাহস দেখাতে পারছেন। এ বিষয়ে জেশপের তৃণমূল কর্মী সংগঠনের সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সবার অবস্থা দুর্বিষহ। কেউ দেখার নেই। রেশনের চাল–গম চেয়েছিলাম, সেটাও এখনও পাইনি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আমাদের এই অবস্থা কেউ বদলাতে পারবেনা। আমাদের ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল ঘোষ বিধানসভায় আমাদের হয়ে সওয়াল করলেও, পবন রুইয়ার গ্রেপ্তারের দাবি তুললেও, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বলতে কষ্ট হচ্ছে, দলেরই একটি অংশের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে পবন রুইয়ার উপর। যা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করার সামিল। আমরা চাইছি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমাদের সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোক। তা না হলে মৃত্যু ছাড়া কোনও পথ থাকবে না আমাদের।' সম্প্রতি প্রভিডেন্ট ফান্ড–এ কারচুপির কারণে জেশপের দুই ডিরেক্টর দীপক কুমার দাস ও রুপেন্দ্র কুমার গ্রেপ্তার হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত জেশপের এই সমস্যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাধানের ব্যবস্থা না হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

মুসলমান ভোট পেতে মরিয়া মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক বছর আগে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্য মুলায়ম সিং যাদব মৌলনা মুলায়ম বা মোল্লা মুলায়ম নামে খ্যাত হয়েছিলেন। একেবারে সরল পাটিগণিতের অঙ্ক কষে সে যুদ্ধে ফলও পেয়েছিলেন মুলায়ম। পশ্চিমবঙ্গেও সেই খেলা শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে সিদ্দিকুল্লা ও ত্বহা সিদ্দিকির সভায় গিয়ে মমতা মুসলিম ভোট পেতে চেষ্টা চালিয়েছেন। এই সপ্তাহে রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে আলোচনা বুঝিয়ে দিল মমতা এখন মরিয়া।

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুসলিম ভোটকে পাখির চোখ করেছেন। ইমাম ভাতা, মাদ্রাসার উন্নয়ন, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ, সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এই চেষ্টারই এক একটা নমুনা। কিন্তু এত করেও তিনি মুসলমান ভোট সম্পর্কে নিশ্চিত নন। এই প্রমাণ তিনি পেয়েছেন গত লোকসভা নির্বাচনে। রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪ আসন দখল করলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল ধরাশায়ী হয়েছে। মালদা গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে আর মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের দখল নিয়েছে সিপিএম। ফলে মমতা এখন মুসলমান মন পেতে আদাজল ফেয়ে লেগেছেন। তিনি জানেন এ রাজ্যের ২৭ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যার এক বড় অংশ যদি তাঁকে সাহায্য করে তবে তাঁর জয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এমনকি এই কারণেই তিনি মুকুল রায়কে ঘরে ফেরাতে বাধ্য হয়েছেন। এখানেই মুকুল মাস্টার স্ট্রোকটি দিয়েছেন। সাংসদ পদ ও তাঁর পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশই প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন যাকে মমতা অবহেলা করতে পারেন নি। মূলত মুকুলের দৌত্যেই সিদ্দিকুল্লা, ত্বহাদের মনে ঠাঁই পাওয়ার চেষ্টা করছেন মমতা। তবে তা কতটা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে তা সময়ই বলবে।

গত সাড়ে চার বছরে মমতা কিছু অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করেন মুসলমানরাই। শুধু মুসলমানরাই নয় রাজ্যের মানুষের কাছে এইসব সিদ্ধান্ত ধর্মের আড়ালে রাজনৈতিক লোভকে নগ্ন করে দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার মানুষের কাছে হিন্দু–মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। কাজী সাহেব নিজেও ছিলেন একজন কালীভক্ত। বহু শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন তিনি। লিখেছেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।' মমতা সরকার নজরুল ইসলামিক সেন্টার গড়ার ঘোষণা করে কাজী নজরুলের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ মেরে দিয়েছে। শুধু কি তাই ইমাম ভাতা নিয়ে মুসলমান সমাজে উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়। বহু ইমাম এই ভাতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মমতা সরকার স্কুল কলেজে উর্দু ভাষা চালু করার প্রস্তাব দিয়ে আর একটা মস্ত ভুল করেছে। মমতার জানা উচিত ছিল রাজ্যের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই হল বাঙালি মুসলিম। এমনকি তাঁর ক্যাবিনেটের মুসলিম মন্ত্রীরা সকলেই হল বাংলাভাষী। কোনও একটি বিশেষ ধর্মের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, চাকরির সংরক্ষণ রাজনৈতিক লালসাকে এমনভাবে প্রকট করে তুলেছে যে রাজ্যের উন্নয়নে অভাবনীয় কাজ করেও তাঁকে অশান্তির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। মুসলিম ভোটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

এখন সবার রব উঠেছে কংগ্রেস–সিপিএম ভাই ভাই। জোট যদি সত্যি সত্যি ফলপ্রসূ হয় তাহলে মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশ হারাবার ভয় পাচ্ছেন মমতা। তাই এবার রেজ্জাক মোল্লাকে নিজের সমর্থক বানিয়ে সিপিএম এবং মুসলমান সমাজে কাছে একসঙ্গে দুটো বার্তা দিলেন।

এর আগে বামফ্রন্ট ধর্ম না মানলেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। মুসলমান মন পেতে তসলিমাকে স্থান দেয় নি বামফ্রন্টের নেতারা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মমতাও শেষ পর্যন্ত এত করেও মুসলমানদের মন পাবেন কিনা তা সময়ই বলবে।

চিনের সঙ্কট সামলাতে

আমেরিকা–ইউরোপের প্রতিরোধের অপেক্ষায় ভারত

শুদ্ধাশিস গুহ

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসের এখন একটাই নাম চিন। যার জেরে থরহরি কম্পমান সারা বিশ্ব। রোজ আর্থিক ইনডেক্সগুলি একেবারে লালে লাল হয়ে উঠছে। মানে বিক্রি করে পালাচ্ছে সকলে। যার হাতে শেয়ার আছে সে তো বটেই যার হাতে কিছু নেই সেও দুমদাম শেয়ার বেচে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কোন জায়গায় এসে বাজার থিতু হবে তা কেউ বলতে পারছে না। এমনকি এই অলুক্ষণে পরিস্থিতিতে কুডাক ডেকে অনেকে বলে ফেলছেন ভারতের নিফটি–সেনসেক্স নাকি কত নিচে নামবে কেউ জানে না। শুধু ভারত বলে নয়, পুরো বিশ্ব জুড়েই সঙ্কটের বাতাবরণ। এই সময়ে অনেকে আবার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বসে ২০০৮–এর রিসেশনের কথাও তুলে ধরছেন ফাঁকতালে। অর্থাৎ ২০১৬ নামেই হ্যাপি নিউ ইয়ার হিসেবে আবির্ভূত হলেও তা শুধু কথার কথাই থেকে গেল। কারণ এই বছরে ভারতের বাজার কিছুতেই কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। যাও বা জিএসটি পাশ হওয়ার অবস্থায় চলে গিয়েছিল তাও তো বিঁশবাও জলে। ফলে সবদিক থেকেই ভারতীয় শেয়ার বাজার কোন প্রবাহে প্রবাহিত হবে। মানে শেয়ার কেনা না দুমদাম বেচে দেওয়া কোনটা ভারতের বাজারের থিম সঙ হবে তা নিয়ে বেধে গিয়েছে ধুন্ধুমার যুদ্ধ। কারণ চূড়ান্ত খারাপ সময়গুলিতে বুদ্ধিমানেরা কিন্তু ভরপুর ভালো শেয়ার কিনছেন। বিশেষ করে মিড ক্যাপ এবারের বাজারের হট ফেবারিট। সারা বছরটা আবার এরকম ভোলাটাইল থাকবে বলেও ভবিষ্যতবাণী করা হচ্ছে।

আসলে এমন কিছু আশ্চর্য প্রদীপ বর্তমান নরেন্দ্র মোদির সরকার আমদানি করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত যার ওপর নির্ভর করে লাগাতার বাড়তে পারে সেনসেক্স–নিফটি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারতের বাজার যতই মন্দার মধ্যে থাকুক না কেন দেশে যদি ইতিবাচক বার্তা থাকত তাহলে যেহেতু এদেশের বৃদ্ধি এখনও বিশ্বসেরা তাই সুযোগ অতি অবশ্যই ছিল। না হলে সেই নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে বারংবার ধাক্কা খেতে পারে বাজার। এই অভিজ্ঞতা কিছুদিন আগেও হয়েছে ট্রেডারদের। মনে হয় আবারও সেই পরিস্থিতির আমদানি ২০১৫ থেকেই চলছে। ২০১৪–র ভালো পারফরমেন্সের পর বাজার ঠেকায় পড়তে শুরু করে গত বছর থেকেই। এই যেহঠাৎ করেই বাজার আবার দিনের সর্বনিম্ন জায়গার কাছে এসেও ঘুরে যায়। তবে এমন কিছু ভালো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি যাতে মনে হয় সব ঠিক হো

গয়া। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ এই দুঃসময় দাঁড়িয়ে বলছেন এই বাজারকে ঘুরতে হলে প্রথমে ৭৮০০, তারপর অন্তত পক্ষে ৮ হাজারের ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। না হলে কপালে আবারও দুঃখ আসতে পারে।

এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক উপাদানের প্রাচুর্য প্রয়োজন এই খারাপ পরিবেশের মোকাবিলা করার জন্য। জিএসটি, জমি বিল পাশ হওয়া এই মুহূর্তে সবথেকে জরুরি। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট হাজারের ঘরে মোক্ষম রেজিস্ট্যান্স নিয়ে বসে আছে। এই সাপ–লুডো খেলার কারণ কী? জানতে চাওয়াতে কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ একবাক্যে জানাচ্ছেন এটা বাজারের বটমিং বা বেস তৈরি করার সঙ্কেত বহন করছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলে কেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর। শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদম উচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি পতনের দিনেও দেখা যায় কিছু শেয়ার খুব ভালোভাবে পারফর্ম করছে। বুঝতে হবে এই শেয়ারগুলি নিজস্ব খবরের ভিত্তিতে বাড়ছে। বাজারের ওঠা পড়ার সঙ্গে এরা নির্ভরশীল নয়। এ যেমন গেল একদিকের কথা তেমন দেখতে হবে যে সময় আপনি বা আপনারা লগ্নি করছেন বা সওদা মারছেন সেই মুহূর্তের বাজার কি বলছে। এইসব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করাও খুব জরুরি।

এখন যে সময়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বাজার তার যাত্রাপথ অতিক্রম করছে তাকে বুল মার্কেট বলে অভিহিত করছিলেন ছোট–বড় বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে হোমড়াচোমড়ারা। অনেকে তো এমনও বলছেন এটা নাকি বুল–রান বা ষাঁড় দৌড়ের ট্রেলার পর্ব। পিকচার নাকি আভি বাকি হ্যায়। এখন তাদের মুখেই আবার শোনা যাচ্ছে বেয়ার মার্কেটের গল্প। সেই বুল রানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদি কারেকশন কী অভিপ্রেত? এই ধরনের ফিসফাস অনেকের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে। তাতে বাজারের কিছু হেলদোল হোক আর না হোক মন্তব্যের পাহাড় জমছে জঞ্জালের মতোই। এখন বাজার এমন ভাবে ধাবিত হচ্ছে যে সত্যি বলতে অনেক এক্সপার্টরাও কেনাবেচা করতে থই খুঁজে পাচ্ছেন না।

এটা ঠিক যখন ২০০৮–০৯ সালে ভয়াবহ রিসেশন দেখা গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে তখন এই রোজগারের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়নি। কলাকৌশল জানা থাকলে বেচে খেলেও আর্থিক সংস্থান করা গিয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকের এই ভরপুর বুল মার্কেটে বাজারে রোজগার করতে ঘাম ছুটছে অনেক পণ্ডিতেরও। সত্যি বলতে গিয়ে বেয়ার মার্কেটে রোজগার করার ব্যাপারটা হল অনেকটা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশকে তাদের দেশে গিয়ে খেলার মতো। যেখানে পেসার সহায়ক উইকেটে বল পড়ে একেবারে গাঁক গাঁক করে ব্যাটসম্যানের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু নিজের দেশে যদি খেলা হয় তবে যে কোনও টিম চাইবে সেখানকার যাবতীয় সুবিধা বহন করতে।

এই যেমন ভারতীয় দল সবসময় চায় বিদেশিদের এদেশের মাটিতে স্পিনিং উইকেটের সামনে ফেলে নাস্তানাবুদ করতে। অথচ ভরপুর বুল মার্কেট বলে ড্যাং ড্যাং করে যাবতীয় ঘোষণার পরেও ভারতের শেয়ার বাজারকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে বেয়ার মার্কেটের চোখ রাঙানির। নিজের মাটিতে প্রতিপক্ষের পিচ পাওয়ার মতো অবস্থা এখন ভারতের অর্থ বাজারে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার কসরৎ এখন চলছে পুরোদমে।

ভারতের বাজারের কাছে এখন ইতিবাচক হওয়ার জন্য যেমন দেশি রসদ রয়েছে তেমনই বিদেশ থেকেও কিছু ভালো খবর আসাও খুব দরকার। চিনের বিপদের ধাক্কা কাটিয়ে যদি আমেরিকা, জার্মানি ইউরোপ রুখে দাঁড়ায় তাহলে আবার নতুন পথের সূচনা হতেও পারে। কে বলতে পারে সেই রাস্তা বেয়ার সরণী থেকে বুল–বুল পথে ফিরিয়ে আনবে ভারত তথা বিশ্ব অর্থ বাজারকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ জানুয়ারি – ২২ জানুয়ারি, ২০১৬

মেষ : মনের জোরে এগিয়ে চলুন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয় না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি এলেও আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন।

বৃষ : গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ রকম সমস্যা আসতে পারে, শিক্ষায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

মিথুন : দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি ভালভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। ফলে ক্ষতি হবে।

কর্কট : বেকারত্বের অবসান হবে। যারা চাকরি করেন তাদের পদোন্নতির যোগ রয়েছে। প্রোমাটারদের পক্ষে সময়টি শুভফল দায়ক। শরীর ভাল যাবেনা। দৈবদুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

সিংহ : বন্ধু বান্ধবরা সাহায্যের হাতবাড়িয়েদেবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক।শরীর ভালো যাবে না। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : নতুন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মিশতে হবে। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : স্বচেষ্টায় আর্থিক উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে আপনার সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল থাকবে না। বয়স্করা বাত–বেদনায় কষ্ট পাবেন। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় আশাপ্রদ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। নিজের চেষ্টায় অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়, তীর্থভ্রমণ যোগ রয়েছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন।

মকর : গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অনেক ঝামেলা–ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়েও সফলতা আসবে। ব্যবসায় মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শরীর গন্ডগোল করবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে উন্নরি যোগ রয়েছে। বাত বেদনায় ও ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। দৈব দুর্ঘটনাও প্রতারণার যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

মীন : শরীরের দিকে বিশেষভাবে যত্ন নেবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভ্রাতা–ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। নিজের মতামতের উপর বিশ্বাস রাখুন। নাতিদীর্ঘ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

এন সি ই আর টি–তে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নিয়োগ

৭০ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নেবে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : NCERT/R–II–2016.

শূন্যপদের বিন্যাস :

নয়াদিল্লি : ৫৮টি (সাধারণ ২৭, তপসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাত ২, ওবিসি ২১)।

ভুবনেশ্বর/কলকাতা : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি১)।

মহীশূর/বেঙ্গালুরু : ৫টি (সাধারণ১, তফসিলি জাতি ২ ওবিসি ২) পিএসএসসিআইডিই,

ভোপাল : ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য সময় মে বা জুন মাস এবং পরীক্ষাকেন্দ্র : নয়াদিল্লি বা দিল্লি, আজমির, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, মহীশূর ও শিলং।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ncert.in ফি বাবদ ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে ২০০ টাকা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফটি 'Secretary, NCERT'–র অনুকূলে নয়াদিল্লিতে প্রদেয় হবে। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিটের পর ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ এর এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট জায়গায় পাসপোর্ট মাপের একটি ছবি সেঁটে তার ওপর আড়াআড়ি সই করবেন। দরখাস্তের নির্দিষ্ট অংশে তারিখ–সহ নিজে সই করবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত নথিপত্র, বয়সের প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)–এর প্রত্যায়িত নকল, ডিমান্ড ড্রাফটের মূল কপি সহ খামে ভরে এই প্রিন্ট আউটটি পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর, পদের নাম, ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি উল্লেখ করবেন।

২২ ফেব্রুয়ারির (বিকেল ৫টা) মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : Section Officer, R–II Section, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi–110 016. অনলাইন দরখাস্ত সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় ই–মেল করতে পারেন এই আইডি–তে : r2ncert@gmail.com খুঁটিনাটি যে–কোনও প্রয়োজনে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

তফসিলি জাতির তরুণ–তরুণীদের নিখরচায় পাটজাত সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখরচায় তফসিলি জাতিভুক্ত তরুণ–তরুণীদের পাটের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজির জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি বিভাগ। ভারত সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের (হস্তশিল্প) সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২ মাসের এই প্রশিক্ষণ হস্তশিল্প–সহ পাটের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি শেখা যাবে।

পাটের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির কাজে নিযুক্ত আর্টিজানরা ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। শুধু তফসিলি জাতিভুক্ত তরুণ–তরুণীরা আবেদন করবেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কোনও খরচ নেই, বরং স্টাইপেন্ড পাওয়ার সুযোগ আছে।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপ–কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ আয়োজিত হবে। ভর্তি নেওয়া হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থী বাছাই হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা ও কেন্দ্র অনুসারে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের তারিখ : (১) কদম্বগাছি, পোঃ বারাসত, ব্লক : বারাসত–১, উত্তর ২৪ পরগনা–৭০০ ১২৪। ইন্টারভিউ ৪ ফেব্রুয়ারি। ট্রেনিং শুরু হবে ১ মার্চ। (২) পোঃ এন মহাদ্বীপ, বীরভূম ৭৩১ ২৩৪। ইন্টারভিউ ৮ ফেব্রুয়ারি। ট্রেনিং শুরু হবে ৩ মার্চ। (৩) ২ ও ৩ তেলি সড়ক মোড়, থানা : কালনা, বর্ধমান–৭১৩ ৪৩৪। ইন্টারভিউ ২২ ফেব্রুয়ারি। ট্রেনিং শুরু হবে ১২ মার্চ। (৭) গ্রাম : উত্তরপাড়া, পোঃ রাধারঘাট, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২ ১৮৭। ইন্টারভিউ : ২৫ ফেব্রুয়ারি। ট্রেনিং শুরু হবে ১৫ মার্চ।

সব কেন্দ্রেই ইন্টারভিউ শুরু হবে দুপুর ১২টায়। প্রতি কেন্দ্রে দু'টি করে ব্যাচের প্রশিক্ষণ হবে। প্রতি ব্যাচের আসন সংখ্যা ১০টি।

কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে : ডিপার্টমেন্ট অব জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি ইন্সটিটিউট অব জুট টেকনোলজি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা–১৯।

ফোন : (০৩৩)২৪৬১–৫৪৪৪/৫৪৭৭/৫৩২৬।

আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই দুই ওয়েবসাইট থেকেও: www.ijtindia.org, www.caluniv.ac.in পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি।

গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা তৈরির মেশিন

'কর্মক্ষেত্র'র জনপ্রিয় বিভাগ 'কোন মেশিনে কী ব্যবসা' পড়ে অসংখ্য তরুণ–তরুণী ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে স্বনির্ভর হয়েছেন। মেশিন কিনে, মেশিন চিনেই সরাসরি ব্যবসায় নেমে পড়ার চটজলদি সুলুকসন্ধান নিয়ে এই বিভাগ। একেবারে সাম্প্রতিক তথ্য সহ।

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা প্রভৃতি খাদ্যগুলি ছোট বড় সকলের কাছেই অত্যন্ত মুখরোচক। ফলে চাহিদা থাকে সারা বছর।

কীভাবে করবেন: গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল বেসন। উৎপাদিত খাদ্যবস্তুর প্রকারভেদ অনুযায়ী প্রথমে পরিমাণ মতো বেসন দিয়ে অর্ধতরল মিশ্রণ বানাতে হবে। বিভিন্ন ধরনের গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা তৈরি করতে প্রয়োজনমতো ডাইসের পরিবর্তন করতে হবে। এবার সেই মিশ্রণ মেশিনের হপারে ঢেলে, মেশিন চালু করলে মিশ্রণটি গাঠিয়া, ভুজিয়ার আকার নেবে। এরপর সেগুলি ভাজার কড়াইতে দিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে ওয়েল এক্সট্রাক্টর মেশিনের সাহায্যে অতিরিক্ত তেল বের করে নিতে হবে। মিক্সিং মেশিনে প্রয়োজনীয় মশলা গুঁড়ো করে তা গাঠিয়া, ভুজিয়া ও ঝুরিভাজার ওপর ছড়িয়ে দিন। সবশেষে সেগুলি প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ১ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম : ১ হর্সপাওয়ার মোটরযুক্ত এই মেশিনের দাম ৩২,০০০ টাকা। অয়েল এক্সট্রাক্টর মেশিনের দাম পড়বে ২৫,০০০ টাকা এবং মিক্সিং মেশিনের দাম পড়বে ২৫,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন : মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Aveenue, Kolkata–700013. Ph' 2236 8015, 94324–22086. E–mail: bharatmachine–tools1@rediffmail.com

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা প্রেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

১০ লক্ষের পুণ্য স্নান, সফল নির্মল অভিযান

মেহেবুব গাজি

পুণ্যস্নানের আগের সকাল থেকেই মেলা কমিটির প্রচার মাইকে বারে বারে ঘোষণা হয়েছে পুণ্যার্থীরা ড্রপ-গেটে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিছুক্ষণ দেরি হবে। কিন্তু হুড়োহুড়ি করবেন না। সেইমতো পুণ্যার্থীরা দাঁড়িয়েও ছিলেন। কিন্তু ড্রপ-গেট খুলে দেওয়া মাত্র পুণ্যার্থীরা ছুটে এগিয়ে গিয়েছেন পরের ড্রপ-গেটে। দৌড়তে গিয়ে ভিড়ের চাপে কেউ কেউ পড়েও গেলেন। সারাদিন মেলার বিভিন্ন ড্রপ গেটে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে আটকে থাকতে দেখা গেল এদের। বিশেষ করে ২ নম্বর রাস্তায় কপিলমুনির মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে অন্তত দশটি ড্রপ গেট পার হতে গিয়ে বার বার হয়রান হতে হল লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীকে। স্নান সেরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে সময় লেগে গিয়েছে ঘন্টাখানেক। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের নামে একশোর বেশি ড্রপ গেট করা হয়েছে গোটা মেলা জুড়ে। ব্যারিকেড ও ড্রপ গেটের বিরোধিতা প্রথম থেকেই করছিলেন নাগা সাধুরা।

এর সঙ্গে যোগ হল সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। শ্যামবাজার থেকে আসা বছর পঞ্চান্নর বধূ শিলা ঘোষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'কয়েক হাত অন্তর আটকে দেওয়া হচ্ছে। সামান্য রাস্তা পার হতে লেগে গেল একঘন্টা। পুজো দেওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল।আর মেলায় আসব না।'

ভোর রাত থেকে ঠান্ডা ও উত্তুরে বাতাস ছিল না। ফলে কাকভোর থেকে তিন থেকে পাঁচ নম্বর রাস্তা দিয়ে মানুষের ঢল নামে। সাগরতট জুড়ে মহিলারা গোল হয়ে বসে স্নানের আগে গঙ্গা আরতি করেন। কাগজের ছোট প্লেটে গাঁদা ফুল, মুঠো খানেক আতপ

চাল, আর সস্তার কয়েকটা ফল। অনেকের আবার নারকেল আছে। হাজার হাজার প্রদীপের শিখা তট জুড়ে। সঙ্গে ধুপ, ধুনোর সঙ্গে সাধুদের গাঁজার গন্ধে ম ম করে তট। সব মিলিয়ে এক মোহময় পরিবেশ ভোর থেকে। সন্ধে পর্যন্ত মানুষ স্নান সেরেছেন। স্নানের পর বকনা বাছুরের লেজ ধরে বৈতরণী পার হন কেউ কেউ। স্থানীয় যুবক মইদুল শেখ এই গরু ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করেন মেলা কদিন। সাগরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরু খুঁজে আনার কাজ করেন তিনি। ২৫০০ টাকা দিয়ে তিন দিনের জন্য গরু ভাড়া নিয়েছেন পুরোহিতরা। পুরোহিতদের সংগঠন জন কল্যাণ ব্রাহ্মণ সেবা সমিতির সদস্য বিশ্বজিৎ মিশ্র জানালেন, সকাল থেকে স্নান শুরুর পর গরুর পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধার প্রণাম ঠুকলেন পুণ্যার্থীরা। বাদ গেলেন না গরুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মালিক শাহ আলমও। পুণ্যার্থীর প্রণাম পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত শাহ আলম। কিন্তু কি করা যাবে এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয়? বেলা সাতটা নাগাদ সূর্য পুরোপুরি দেখা দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তট জুড়ে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

চার নম্বর রাস্তার বরাবর তটে বিলাপ করতে করতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ঝাড়খন্ডের তেলপুড়ির সোহাদেবী। সোহার প্রতিবেশীরা স্বান্তনা দিয়ে বলেন, গঙ্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা কর। ঠিক পেয়ে যাবে তোমার হারিয়ে যাওয়া স্বামী কিরণ শাহকে। পেশায় মুটিয়া বছর পঞ্চাশের কিরণ প্রতিবেশীদের সঙ্গে গঙ্গা স্নানে নামার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে জান। ঘন্টা দুয়েক পরেও স্বামীকে না পেয়ে দেহাতি মহিলার এই বিলাপ। সাহায্যের জন্য কোনও পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবককে দেখা মিলল না। সকাল থেকে শুধু হারিয়ে যাওয়ার প্রচার চলছে মেলার প্রচার মাইকে। এদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। সরকারি যাত্রী শেডও পর্যাপ্ত ছিল না অসংখ্য পুণ্যার্থীর জন্য। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা ব্যবসায়ীদের থেকে হোগলা শেড কিনে নিয়েছেন। অনেকে আবার খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন। মন্দিরের সোজাসুজি দুনম্বর রাস্তায় রাতভর ধর্মীয় গান গেয়ে রাত কাবার করেছেন অনেকেই। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত লটনম্বর আট, কচুবেড়িয়াতে প্রচুর পুণ্যার্থী অপেক্ষা করছেন। একদল স্নান সেরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদল মেলায় ঢুকছেন। এবারের বাংলা ক্যালেন্ডার মতে সংক্রান্তি করেছিল শুক্রবার। কপিলমুনি মন্দিরের মহন্ত জ্ঞানদাস বলেন, 'শুক্রবার সকাল থেকে শুভ যোগ শুরু হয়ে চলেছে সারাদিন। মেলায় হাজির ছিলেন ২ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীরা এদিন ঘুরে ঘুরে মেলা তদারকি করেন।

তবে সবকিছু সুষ্ঠর মধ্যেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা মেলাকে ম্লান করেছে। বিভিন্ন কারণে ৫ জন পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। অসুস্থ হয়েছে পড়েছিলেন বেশ কিছু পুণ্যার্থী। সাহায্যর হাত সর্বদা বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা। এছাড়াও রেড ক্রস, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের ভলেন্টিয়ার, হ্যাম রেডিওর সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জেলাশাসক পিবি সেলিমের তৎপরতায় এবারের 'নির্মল স্নান পুণ্য স্নান' সার্থক হয়েছে।

ছবি : অরিজিৎ নাইয়া

বিবেক নিকেতনে বিবেকানন্দের মন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিবেকানন্দ থেকে নেতাজি অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি এই ক'দিন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সামালির বিবেক নিকেতনের প্রাঙ্গণে। এ বছর ১২ জানুয়ারি উৎসবের শুভ সূচনালগ্নে সমিতির কাছে আনন্দের অন্য বার্তা বয়ে আনল। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহ-এর এক অপূরিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। বিবেক নিকেতনের প্রাঙ্গণের ধারে একটি জলাশয়ের মধ্যে স্বামীজির মন্দির নির্মাণের বাসনা নিয়ে তিনি শিলান্যাস করে ভিত স্থাপন করেছিলেন কিন্তু কার্য সমাধা করার সময় সুযোগ তাকে কৃপণ বিধাতা পুরুষ দেন নি। গত ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের পুণ্য জন্ম লগ্নে সেই মন্দিরের উদ্বোধন হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী চেতসানন্দজী মহারাজের হাত ধরে।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। তারপর অতিথি বরণ। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রণব গুহ মহাশয় স্বামী চেতসানন্দজীকে পুস্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন। আর বিশেষ অতিথি যাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সহায়তায় মহারাজের চরণস্পর্শে উৎসব প্রাঙ্গণ পবিত্রময় হল তিনি হলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীমদন মোহন আচার্য মহাশয়। তাঁকে শাল ও পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্মান জানান প্রণব গুহ মহাশয়। আর এক বিশেষ অতিথি যাঁর অকৃপণ ও দরাজ হৃদয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সহায়তায় এই মন্দির নির্মাণ হয়েছে তিনি হলেন মাননীয় মৃগাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁকেও সম্মানিত করেন শ্রীগুহ। স্বামী চেতসানন্দজী মন্দির দ্বারের ফিতে কেটে স্বামীজি, ঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি পুজো করেন।

শ্রীগুহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান। মাননীয় মদন আচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন যে অনেকেই স্বামীজিকে স্মরণ মনন করছে কিন্তু তার মধ্যে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগটাই যথার্থ অর্থবহ। মহারাজজী সমাজসেবা ও আধ্যাত্ম সাধনা কেমন করে একাকার করে গিয়েছেন স্বামীজি তার টুকরো টুকরো উদাহরণ দেন। এরপর যে সব কারিগররা দিনরাত পরিশ্রম করে মন্দিরের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করেছেন তাদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় সমিতির পক্ষ থেকে। এরপর শুরু হয় প্রসাদ বিতরণ।

সকল অতিথি অভ্যাগত ও আশপাশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সমেত প্রায় ৫০০ জন পাত পেড়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দির নির্মাণ থেকে উদ্বোধনের খুঁটিনাটি সমস্ত কার্যক্রম যার অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যান্ত রুচিসম্মতভাবে সমাপ্ত হয়েছে তিনি হলেন আশ্রমের সর্বক্ষণের স্বেচ্ছাসেবী শ্রীমতী বাসবী চ্যাটার্জী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী মহাশয়।

সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহীর। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম কানু মণ্ডল (২৮)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার রায়বাঘিনী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি অটো যাত্রী নিয়ে হেরোভাঙা থেকে ক্যানিং আসছিল। সেই সময় ক্যানিং থেকে সাতমুখীর দিকে যাচ্ছিল মালিরধার এলাকার বাসিন্দা কানু মণ্ডল সাইকেলে করে। হঠাৎই অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলকে ধাক্কা মারলে কানু রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেকে কানুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিষয়টি পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অটোটি আটক করে।

৫ বাংলাদেশী গ্রেফতার

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বুধবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার পুলিশ ৫জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করে। ধৃত বাংলাদেশীদের নাম হিব্রাহিম খলিল, মহম্মদ সিন্টু হোসেন মল্লিক, সাধদুল রহমান, কামাল হোসেন, সাখাদত হাওলাদার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার দক্ষিণ তালাদি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ক্যানিং থানার তালানি অঞ্চলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওসি সতীনাথ চট্টরাজের নেতৃত্বে পুলিশের টিম হানা দিয়ে তৎপরতার সাথে হাতেনাতে ধরে ফেলে ৫জন বাংলাদেশীকে। ধৃতেরা বাংলাদেশের ফিরোজপুর, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া, ঢাকা জেলার বাসিন্দা। কি উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ সেই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানায় ৫ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা কি করতে এদেশে ঢুকেছে সেই বিষয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃত ৫ বাংলাদেশীকে আলিপুর কোর্টে তোলা হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

বিশ্বজিৎ পাল, কুলপি : বৃহস্পতিবার মাঠ থেকে পুলিশ তরুণ-তরুণীর দেহ উদ্ধার করে। মৃত তরুণ-তরুণীর নাম রাজা নস্কর (২২) ও রিয়া মণ্ডল (১৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার চকরুন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বিষ্ণুপুরের পৈলান এলাকার বাসিন্দা রাজা নস্কর কুলপির চকরুন এলাকায় মামার বাড়ি থাকত। অন্যদিকে কুলপির সোনারপুর গ্রামের বাসিন্দা রিয়া মণ্ডল কুলপির রামকিশোরপুর গ্রামে মাসির বাড়িতে থাকত। এদিন দুইটি দেহ মাঠে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষজন। তারা বিষয়টি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানায় মাঠ থেকে তরুণ-তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে প্রেম ঘটিত কারণে বিষ পান করে মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। বিষের বোতল, জুতো, জলের মগ, কলসি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

সম্প্রীতির হরেক রকম পসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গাসাগর মেলা বহু বৈচিত্রপূর্ণ একটি মেলা। বহু ধরনের বহুরকমের বহু বর্ণের মানুষ এই মেলাতে বহু দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলে। দারিদ্র্যতার মধ্যে কিছু উপার্জনের আসায় চলে আসেন এই গঙ্গাসাগর মেলাতে। এই মেলাতেই দেখতে পাওয়া যায় এই সমস্ত বৈচিত্রপূর্ণ মানুষের। কেউ আসে পুণ্য অর্জনের আশায় কেউ বা আসেন মেলার বহুরূপী সেজে পুণ্যার্থীদের কিছু আনন্দ দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে। এমন এক জন বহুরূপী হলেন নটেন গায়েন। তিনি পেশায় একজন বহুরূপী, সারা বছর তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ান এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। কখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ কখনও বা কৃষ্ণ রূপে দেখা দেন সাধারণ মানুষের কাছে। এদিন গঙ্গাসাগরের স্থানীয় বাসিন্দা সাগরের হরিণ বাড়ি তার আদি বাস। সারা বছর ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন সাজে গঙ্গা সাগরমেলাতে তিনি রূপ ধরেছে মহিষাসুর। তিনি জানান, ২২ বছর ধরে এই বহুরূপী সেজে আসছি আর সাগর মেলার সময় প্রতি বছরই আসি।

এই জীবিকাটা ভালো লাগে বলেই এই বিভিন্ন রূপ নিয়ে মানুষকে বিনোদন করেও থাকি। আর মহিষাসুর রূপ নিয়েছে যে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য কারণ মানুষ ভালোর দিকে কম দেখে খারাপের দিকে বেশি তাই মহিষাসুর যেহেতু খারাপ তাই মহিষাসুর রূপটি আমি বেছে নিয়েছি। সর্বপরি এই মেলাকে ঘিরে মন্দিরের ঠিক সামনে ২ নম্বর ও ৩ নম্বর রাস্তা থেকে সমুদ্র তট পর্যন্ত বহু ভিক্ষুক বসে থাকেন কিছু পাওয়ার আশায়। মূলত এই মেলাকে ঘিরেও বহুদূর থেকে মেলা ১০ থেকে ১২ দিন আগে থেকে এসে ঠান্ডার মধ্যে বসে অপেক্ষা করে কিছু দানের আশায়। গঙ্গাসাগরের পবিত্র ভূমিতে দেবতারা যেমন পূজ্য তেমনই পেটের তাগিদে বহুরূপীর রূপধারণকারী এই অখ্যাতরাও নিজ নিজ পরিবারের কাছে ভগবানসম। মেলার এই ক্ষণেক সময়ের মধ্যে এরা বেশ কিছুদিনের পসার জুটিয়ে ফেলে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যেমন রাজ্যে ব্যবসায়ীদের একটা মরশুমি আয় রয়েছে তেমনই সাগরদ্বীপের গঙ্গাস্নান বহু মানুষের জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই তো বিদায় লগ্নে এরা বলে ওঠে আসছে বছর আবার হবে।

মহানগরে

'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মোহিত করা গানের গীতিকার মোহিনী চৌধুরী'র নামাঙ্কিত 'জলের ধারা' বেহালার সেনপল্লির বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের (৩.০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন) গত ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নায়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন এই স্টেশন তৈরি হওয়ায় ২২ কিলোমিটার নতুন পাইপ লাইন পাতা হয়েছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

নবকলেবরে স্বচ্ছ মহেশতলা মিশনের সূচনা

বরুণ মণ্ডল

৪৪.১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার (মোট ওয়ার্ড সংখ্যা : ৩৫) ক্ষেত্রমানবিশিষ্ট দক্ষিণ শহরতলির রাজ্যের 'ক' শ্রেণিভুক্ত পুরসভা মহেশতলা পুরসভায় গত ১২ জানুয়ারি বিশ্ববরেণ্য মনীষী স্বামী বিবেকানন্দে'র ১৫৪ তম পুণ্য জন্মতিথিতে জঞ্জাল অপসারণ কর্মসূচি (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) নবকলেবরে সূচিত হল। এ উপলক্ষ্যে এদিন পুরভবনের সম্মুখে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্ব সাঙ্গ করে স্থানীয় মাতৃসদন প্রাঙ্গণ থেকে 'স্বচ্ছ মহেশতলা মিশনে'র যাত্রা শুরু করলেন স্থানীয় মহেশতলার পুরপ্রতিনিধি ও বিধায়ক কস্তুরী দাস ও পুরপ্রধান দুলাল দাস। এদিনের কর্মযজ্ঞের মূল লক্ষ্য দূষণমুক্ত মহেশতলা হিসাবে চিহ্নিতকরণ। পুরপ্রধান দুলাল দাস তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যে বলেন, জঞ্জালমুক্ত মহেশতলা গড়তে মহেশতলা পুরসভার উদ্যোগে প্রতি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু করছে। এর আগে পুরসভার তৃতীয় পুর বোর্ডে (২০০৭-এর জুন থেকে) বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ পুরসভার গুটি কয়েক ওয়ার্ডের মুষ্টিমেয় বাড়ি থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ হচ্ছিল না। সেজন্য নবকলেবর সমস্ত আটঘাট বেঁধে পুনরায় সে কাজ শুরু হচ্ছে। একাজে এ পর্যন্ত ৭২টি গাড়ি ছোট হাতি থেকে হাতে টানা তিনচাকাওয়ালা ভ্যান কেনা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে পুরসভার কোনও জায়গায় কোনও রাস্তার পাশে জঞ্জালের স্তূপ থাকবে না। দুলালবাবু আরও জানান, জঞ্জালমুক্ত পুরসভা গড়তে কোনও রাজনীতি নেই, কোনও রাজনৈতিক রঙও নেই। পুরবাসী প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতায় এ কাজে সাফল্য পাবে। আগামী প্রজন্মের জন্য জঞ্জালমুক্ত মহেশতলা গড়তে হবে। বাড়ি,বাজার-হাট থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে গাড়িগুলি সোজা সারেঙ্গাবাদ ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে চলে যাবে। দুলালবাবু বলেন, আবহাওয়াকে রক্ষা করার দায়দায়িত্ব আমাদের বড়োদের নিতে হবে। আর এ দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারি তবে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোবাসার পাত্র হতে পারবো না। দুলালবাবু আরও জানান, বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য এ পর্যন্ত তিনটি এজেন্সি নিয়োগ করা হয়েছে। তারা নিত্য জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য প্রতি বাড়ি থেকে মাসে ১৫ টাকা। প্রতি দোকান থেকে মাসে ৩০ টাকা, বিয়ে বাড়ি ও ছোট শিল্প থেকে মাসে ২০০ টাকা, বড়ো শিল্প থেকে মাসে ৩০০ টাকা ও কোম্পানিগুলি থেকে মাসে ৫০০ টাকা নেবে কাজটার অগ্রগতির জন্য। তবে যদি কোনও পুরবাসী আগামীদিনে রাস্তায় জঞ্জাল ফেলে তাহলে ৫০০ টাকা জরিমানাও ধার্য হয়েছে। প্রয়োজনে পুরসভাও ভর্তুকি দেবে মহেশতলার সৌন্দর্যায়নের জন্য। উপ পুরপ্রধান জনাব আবুতালেব মোল্লা জানান, আগামী ১ এপ্রিল থেকে নবকলেবরে ৪০ মাইক্রোনের কম পুরু পলিথিনের যত্রতত্র ব্যবহার বা কাছে রাখা মহেশতলায় নিষিদ্ধ হবে। এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মহেশতলাতেও কলকাতার মতো 'কম্প্যাক্টর (আবর্জনা মোচন) মেশিন' বসবে। আজ থেকে নিয়মিত না হলেও একদিন বাদ একদিন প্রতি বাড়িতে এজেন্সির লোকেরা যাবে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য। কস্তুরী দাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর স্বচ্ছ বাংলা গড়তে গেলে আগে 'স্বচ্ছ মহেশতলা' গড়তে হবে। একাজ সাফল্যমন্ডিত করতে গেলে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ও ওয়ার্ডকমিটিকে মূল দায়িত্ব নিতে হবে। আর একটি বাড়িতে একাধিক ভাড়াটিয়া থাকলে প্রত্যেকের কাছ থেকে যেমন জঞ্জাল নেওয়া হবে তেমনই মাসে ১৫ টাকা প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকেও নেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন সমস্ত পুরপ্রধান পরিষদ (জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ দফতর ও বিদ্যুৎ), পুরপ্রতিনিধি, পুর কার্যনির্বাহী আধিকারিক (ই.ও.) মানস কুমার মণ্ডল, পুর সচিব সজল কুমার শূর এবং অন্যান্য আধিকারিক, কর্মচারী পুরবাসীগণ। প্রসঙ্গত, ২০১০-এর জুনে পুরসভা নিজেই 'জেনেসিস্ট ইকোটেকনোলজি' নামক একটি সংস্থার সঙ্গে পুরসভা জঞ্জালমুক্তির চুক্তি করে। এই সংস্থা জঞ্জাল থেকে মূলত 'জৈব জ্বালানী' তৈরি করবে। ফলে খুব সামান্য জমি এর ফলে ভরাট হবে। এছাড়াও এই সংস্থা একটি পরিবেশ বান্ধব উদ্যান গড়ে তুলবে। জৈব জ্বালানীর উৎপাদন শুরু হয়েছে।

জঞ্জাল সংগ্রহে মাসিক ধার্য 'ফি'

বাড়ি-১৫ টাকা
দোকান – ৩০ টাকা
বিবাহ বাড়ি – ২০০ টাকা
ছোটো শিল্প – ২০০ টাকা
বড়ো শিল্প – ৩০০ টাকা
কোম্পানি – ৫০০ টাকা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৬ জানুয়ারি – ২২ জানুয়ারি, ২০১৬

অভিমন্যু বধের নেপথ্যে কারা?

কলকাতাকে একসময় আখ্যা দেওয়া হত উগ্রপন্থীদের নিরাপদ জায়গা। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় বাতাবরণে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে বহুমানুষের। সব ধর্মই ভালবাসা আর সহিষ্ণুতার কথা বলে। আগ্রাসী উগ্রতা জীবন মান সম্পত্তি লুঠ করে নিচ্ছে।

সম্প্রতি কলকাতার রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া চলা কালে যে ঘটনা ঘটে গেলো তা শুধু মর্মান্তিক নয়, আগামীর সর্তকতাও। বায়ুসেনাকর্মী অভিমুন্য গড়রা যেভাবে নিহত হলেন তা সম্ভবত কলকাতার সামরিক কুচকাওয়াজের ইতিহাসে প্রথম। তিনটি পুলিশ কর্ডন ভেঙে ভোরবেলায় মহড়ারত জওয়ানদের ভিতর ঢুকে পিষে দেয় অভিমন্যুবাবুকে। রাজপথে রক্তাক্ত সেনা জওয়ান, হতভম্ব পুলিশ। ঘাতক গাড়ির চালক গাড়িটিকে রাজপথে রেখে কাগজের নেমপ্লেট ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। বার্তা রেখে গেল হত্যা লীলার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বজ্র কঠিন ফস্কা গেরোর অতীত ঐতিহ্য এদেশে নতুন নয়। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছেন। পাঞ্জাবের মাটিও বহুবার রক্তাক্ত হয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়েই বর্তমানে যা আধুনিক প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে যদি নিছক দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে নিহত ও ঘাতক সম্পর্কে এত হালকা ঘটনা তুলে ধরার প্রয়াস দেখা যেত না। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনের প্রধান হিসাবে সঠিকভাবেই বিশেষ তদন্ত দল বা সিট গঠন করেছেন। যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে তা হলে অবশ্যই চিন্তার। সেনাবাহিনীও তৎপরতা শুরু করে দেন তাঁদের নিজস্ব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

কলকাতার রাজপথে বেমক্কা গাড়ির ধাক্কায় নিহত বায়ুসেনাকর্মী তরুণ অভিমন্যু দেশের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দেবার জন্যই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেল বড় অসময়ে। অশ্রুসিক্ত চোখে তার দাদা বলেছেন যদি তাঁর ভাই বুলেটে প্রাণ হারাতেন তাহলে দুঃখ হত না। অভিমন্যুর দাদার এই তাৎপর্যপূর্ণ কথার নেপথ্যে রয়ে গিয়েছে পুলিশ প্রশাসনের গা ছানা মনোভাবের প্রতি ক্ষোভ। তিন অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত অধরা। লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ফল বিক্রেতা থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক ওই পরিবার দামি দামি গাড়ির মালিক । সেই সদ্য কেনা এমনই একটি গাড়ি দিয়ে দেশের নিরাপত্তার অরক্ষিত দিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমৃত কথা

তপস্যার জোরে ভগবতী সন্তান হয়ে জন্মায়। রণজিৎ রায় নামে ও দেশের এক জমিদার ছিলেন, তপস্যার জোরে ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ করেছিলেন। একমাত্র কন্যা, সব সেনেহ তার ওপর সুতরাং মেয়েটিও বাপের বড় কাছছাড়া হয় না। রণজিৎ রায় একদিন জমিদারীর কাগজপত্র দেখতে ব্যস্ত, এমন সময় মেয়েটি বালক স্বভাববশতঃ 'বাবা এটা কি' 'ওটা কি' বলে বড় বিরক্ত করতে লাগল। বাপ অনেক রকম মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললেন, 'মা এখন একটু ঘুরে এসো, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়েটি শুনলে না, বিরক্ত করতে লাগলো, তখন রণজিৎ রায় বিরক্ত হয়ে বললেন 'তুই এখান থেকে দূর হ।' ভগবতী বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছেন রাস্তায় এক শাঁখারীর সঙ্গে দেখা হল, তাকে ডেকে শাঁখা পারলেন, দাম চাইতে বললেন অমুক বাড়ির অমুক জায়গায় টাকা আছে নাওগে, বল

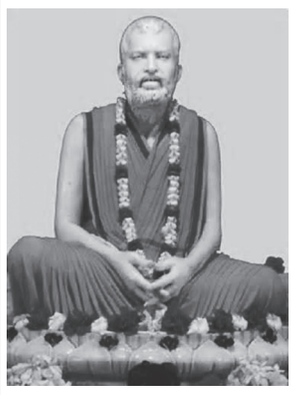

সেখান থেকে চলে গেলেন তাঁকে আর দেখা গেল না। শাঁখারী সেই বাড়িতে এসে শাঁখারদাম চাইলে, মেয়ে বাড়িতে নেই শুনে রণজিৎ রায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তিনি ও তাঁর লোকজন মেয়ের সন্ধানে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলল না। মেয়ের শোকে রণজিৎ রায় হা হুতাশ করছেন, এমন সময় লোকজনেরা এসে বললে দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। রণজিৎ রায় দৌড়ে দীঘির ধারে গিয়ে দেখেন যে সেই শাঁখা পরা হাতটা জলের ভেতর থেকে উঠছে নামছে খানিকক্ষণ পরে তা মিলিয়ে গেল আর দেখা গেল না। 'কি করলুম।' বলে রণজিৎ রায় কেঁদে আকুল।

অর্থ যার দাস সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়, মানুষের আকৃতি –কিন্তু পশুর ব্যবহার।

জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য থাকে না। তখন ভগবান তাঁর ভার নেন। যেমন জমিদার নাবালক রেখে মারা গেলে, অছি সেই নাবালকের ভার নেয়।

পরমহংসদেব এক যুবককে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা যার ঠিক ঠিক বোধ হয়, সেআর এ সংসারে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন–তাঁকে লাভ করবার জন্য কোনও ব্যাকুলতা হয় না?

উত্তর– ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা আসে না। কামিনী–কাঞ্চন ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না।

তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই? কচ্ছপের মতো সংসারে থাক, কচ্ছপ যেমন নিজে জলে চলে বেড়ায়, কিন্তু মন তার সেই আড়াতে–যেখানে ডিম রাখে, সেখানে পড়ে থাকে।

পরমহংসদেব বলতেন, 'বৃহস্পতির শেষে কোনও কাজ করতে নেই।

ফেসবুক বার্তা

Narasima Charya. Lakshmi Narain. Swami Vivekananda. H. Dharmapala. V. A. Gandhi

আমেরিকার শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। ফেসবুক অলিন্দে ধরা পড়েছে এমন এক বিরলতম মুহূর্ত।

রাজ্যে আগে সাইকেল কারখানা হোক, তবেই জানব শিল্পসম্মেলনের সার্থকতা

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প চাই এই প্রয়োজনীয়তাটা বর্তমান শাসকের সর্বোচ্চ স্তরে অনুভূত হয়েছে এবং শিল্পের জন্য মানে শিল্পপতি ধরে আনবার জন্য বর্তমান শাসকের প্রয়াসটা নাকি সত্যিই আন্তরিক ও যথাযথ ব্যবস্থাপনায় তার উপস্থাপনটাও নির্ভুল। একথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা দরাজ গলায় গেয়ে চলেছেন। আমরাও দুদিনে প্রত্যক্ষ করলাম যে এবারের বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলন এবারে কর্পোরেট ধাঁচে সুচারু রূপে সুসম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য খরচাও হয়েছে বিস্তর। শোনা যাচ্ছে আমাদের করের টাকায় মাত্র ২৫ কোটি খরচ হয়েছে। আখেরে লাভ তো পশ্চিমবঙ্গবাসীর। শিল্প–কলকারখানা গড়ে উঠলে চাকরি বাকরি তো আমাদের ঘরের ছেলেপুলেরাই করবে। শোনা যাচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব উঠে এসেছে সম্মেলন থেকে। মৌ (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) চুক্তি পূর্বেও হয়েছে এখনও হচ্ছে। কিন্তু সেই মৌ কতটা খাঁটি তা সময়ের বিচারে ধরা পড়বে। এখনকার বাজারে যে মৌ (মধু) বিক্রি হয় তা চিনি গালিয়ে তাতে কৃত্রিমভাবে মধুর গন্ধ মেশানো হয়। ঘরে এনে কিছুদিন রাখলেই পাত্রের তলায় চিনি জমে যায়। আমাদের শিল্পের মৌ চুক্তি ওই রকম ভেজাল। মৌচুক্তি হয় কিন্তু শিল্প আর বাস্তবে রূপ পায় না।

কিন্তু তার জন্য আমাদের শাসকদের প্রচেষ্টার কোনও খামতি আছে একথা অতি বড় নিন্দুকেও বলতে পারবে না। সেই ঐতিহাসিক শাসক যিনি একটানা মুখ্যমন্ত্রীত্ব করার রেকর্ড তৈরি করেছিলেন সেই তিনিও প্রতি বছর পুজোর আগে যখন বন্যায় বাংলা বিধ্বস্ত হয় ঠিক সেই সময় শিল্পপতি ধরে আনতে ইংল্যান্ড, আমেরিকা তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিতেন। নানা নেহাৎ ছুটি কাটাতে নয়। ওই কলা বেচাটাও প্রোগ্রাম হিসাবে থাকত। তাই তিনিও যে চেষ্টা করেন নি তা নয়। আবার আমাদের দিদিমণি বিরোধী থাকাকালীন যিনি হওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে গাড়ির বদলে ঘাস জন্মিয়ে ছেড়েছেন। সেই তিনিও যে শিল্প বান্ধব নয় তাও বলা যাবে না। অতীতটা ধরলে চলবে না। সেটা তো ক্ষমতায় আসার জন্য চাষি খেপানো একটা ছুঁতো মাত্র। ক্ষমতায় এসেই তিনি বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন। কখনও সেই ব্র্যান্ডের দলবল নিয়ে মুম্বই উড়ে গিয়েছেন। কখনও ১০০ জনের টিম নিয়ে সিঙ্গাপুর উড়ে গিয়েছেন। কখনও বা লন্ডন। জ্যোতিবাবু একলা যেতেন। সেখানে তিনি কি করতেন তা কেউ জানতো না। কিন্তু দিদিমণি পাত্র–মিত্র অমাত্য সঙ্গে নিয়ে যান সেখানে যে শিল্প ধরাটাই মুখ্য তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু শিল্প কটা হয়েছে? এ প্রশ্ন বাতুলতা।

অর্থনীতির ব্যাকরণে আমার কোনও জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে একদম অজ্ঞ। কিন্তু একটা খুব সহজ সাধারণ প্রশ্ন মনে এলো। বোধ হয় আম–জনতাও আমার সঙ্গে একমত হবেন। তা হল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০ লক্ষ সাইকেল বিলি করছে। খুব ভালো কথা। ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল পাবে তাদের স্কুলে যাতায়াতের কষ্ট কমবে এতে সকলেই খুশি। কিন্তু গত কত একদিন আগে খবরে প্রকাশ পেল যে আমাদের রাজ্যে একটাও সাইকেল কারখানা নেই। কেন নেই এই প্রশ্নটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। রাজ্যে কি সাইকেলের চাহিদা নেই? আগে মনে হয় না। তাহলে কারখানা নেই কেন? অনেকেই জানে না এই সত্যটা যাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারা সকলেই অবাক হয়েছে। বাম থেকে ডান। সব

মুখ্যমন্ত্রীরা শিল্প ধরার জন্য যে পয়সা খরচ করেছে সেই টাকায় একটা তো সাইকেল কারখানা খুলতে পারত। বাম সরকারকে ছেড়েই দিলাম। এই সরকার যখন ৫০ লক্ষ সাইকেলের ক্রেতা তখন পাঁচ বছরে রাজ্যে একটা সাইকেল কারখানা খুলতেই পারত সরকারি উদ্যোগে। সেটাই হত নব শিল্প স্থাপন সরকারি উদ্যোগের ধ্রুবতারা।

আমরা জানি পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমেছে তাই পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কিন্তু চা আমাদের নিত্য পানীয়, বিদেশে এর চাহিদা আছে, অথচ চা শিল্প কেন ধুকছে। কেন দিন দিন একটার পর একট বাগান বন্ধ হচ্ছে? তার কারণ জনগণের বোধগম্য নয়। তেমনি এতো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন রাজ্যে একটাও সাইকেল কারখানা নেই তাইও জনগণের কাছে বোধগম্য নয়।

অর্থনীতির ভাষায় শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক মৌলিক শর্ত হল চাহিদা। চাহিদা আছে অথচ শিল্প নেই। তাহলে ভাবতে হবে পারিপার্শ্বিক অন্য পরিকাঠামোগুলো এতো প্রতিকূল যে শিল্প স্থাপনে তা বাধাদান করে। তাই আমদানি করে রাজ্যের চাহিদা মেটাতে হয়।

আমাদের রাজ্যের শিল্প স্থাপনের মূল বাধা হল রাজনীতি। বিগত সরকারের আমলে ইউনিয়নের নামে গুন্ডাবাজি চলত কারখানায় কারাখানায়। আর নতুন সরকারি দলের নেতাকর্মীরা সরাসরি তোলাবাজীর রাজনীতিতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে। এলাকায় তাদের তোলা না দিয়ে একটা ইঁটও গাঁথতে পারবে না কেউ।

সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুক। যতই অভয় দান করুক। কিন্তু গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা সকলেই জানে। শিল্পপতিরা তো আর ভালো ভাবে জানেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন মিলন মেলার মঞ্চ থেকে আইন শৃঙ্খলার জয়গান গাইছেন ঠিক সেই সময় আর মুখ্যমন্ত্রী যখন মিলন মেলার মঞ্চ থেকে আইন শৃঙ্খলার জয়গান গাইছে ঠিক সেই সময় আর এত শিল্প নগরীর পথের উপর দুজন দুষ্কৃতী পাঁচজন পুলিশ কর্মীর সামনে একজন সাহসী পুলিশ কর্মীকে গুলি করে মারছে। বাকি সহকর্মীরা নীরব দর্শক। গুন্ডারাজ কতটা বেপরোয়া হলে, আইনশৃঙ্খলা কতটা অবনয়ন হলে এ জিনিস ঘটে তা কি শিল্পপতিরা জানেন না? এটা রাজ্যের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও থানা ভাঙচুর হচ্ছে। পুলিশ কর্মীরা মার খাচ্ছে।

প্রাণ বাঁচাতে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে। দুঃখের কথা এর বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে না। কারণ সর্বক্ষেত্রে শাসক দলের নেতাকর্মীরা জড়িত। পুলিশ খুনের মামলায় সরকারি আইনজীবী ধৃতদের নির্দোষ আখ্যা দিয়ে বেকসুর খালাসের আবেদন করে। এই সব ঘটনাই রাজ্যের আইন–শৃঙ্খলার প্রকৃত অবস্থাটা কি তা বলে দেখ।

মালদার কালিয়াচকে ধর্মের নামে ২ লক্ষ লোক জড়ো হয়ে থানা ভাঙচুর করল। জাল নোট আর পদক চোরা চালানকারীদের বিরুদ্ধে নথি ছিল তা পুড়িয়ে দিল। এসপি–র গাড়ি পোড়ালো। আরও অনেক গাড়ি পোড়ালো সরকার নীরব দর্শক। ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে তো পারলই না উপরন্তু অসহায় আত্মসমর্পণ করল। কালিয়াচকে ওই শক্তি যদি শিল্পপতির গাড়ি বা কারখানা ভাঙবে মনে করে কে তাদের ঠেকাবে? প্রশাসন যেখানে অসহায় সেখানে আইনের শাসন সম্ভব যে নয় তা শিল্পপতিরা জানে। হলদিয়া এ.বি.জে বিতাড়ন কান্ডের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি।

বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের ঠিক সপ্তাহখানেক আগে সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সব কন্ট্রাকটাররা কাজ ছেড়ে চলে গেল তৃণমূলীদের অত্যাচার। দুর্গাপুরে শ্যাম লিটনের মালিককে মারধর। আরও কত ঘটনা আছে যা এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনের অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। ভাষণ নয় যখন বাংলায় সতিসত্যি আইনের শাসন কায়েম হবে। শিল্পপতিরা আশ্বস্ত হলেন। তখন এতো সাধাসাধি না করলেও শিল্প আসবে। অর্থনীতির নিয়মেই আসবে। আমাদের শাসকরা যদি সত্যিসত্যিই অনন্ত একটা সাইকেল কারখানা করতে চান এই রাজ্যে তাহলে শাসনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমে পাল্টাতে হবে, নচেৎ নয়।

পাঠানকোটের জঙ্গি হানা দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশাল চ্যালেঞ্জ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫। বছরের শেষ দিন। মদের ফোয়ারা, মস্তি, ২০ সেন্টিগ্রেড ঠান্ডায় পাঠানকোটের বাসিন্দারা ভাঙ্গরা নাচে মেতেছিল। বায়ুসেনার জওয়ান, ক্যাপ্টেন, বড় অফিসার সবার কাছে আনন্দের ফোয়ারা। গোয়েন্দা দপ্তরেরও গা ছাড়া ভাব। পেয়ালার চুমুক আর চিকেন রোস্ট। কে শুনবে কার কথা! দেশের স্বার্থরক্ষা। আমরাই তো করছি। একটু আরাম করবো না! এমন সময় পাকিস্তান লাগোয়া পাঞ্জাবের মুলতান ও ভাওয়ালপুর থেকে ভারতভূমি পাঞ্জাবের পাঠানকোটের এক গাড়ি ড্রাইভারের কাছে ফোন। ৯ পাকিস্তানি ভারতে যাচ্ছে। দুটি গাড়ি বুক করে রাখতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার ইকাগারের মোবাইলের কললিস্টে ১২ বার ফোন এসেছে, ৮ বার ড্রাইভার ফোন করেছে। ভেবে দেখুন ভারত–পাক সীমান্তভূমি এলাকায় এইভাবে ইনকামিং আউট গোয়িং চলে অথচ গোয়েন্দা দপ্তর কোনও খবর রাখে না। ২রা জানুয়ারি রাতে যখন জঙ্গিরা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আক্রমণ করল তখন আমাদের দেশের দুঁদে গোয়েন্দাদের টনক নড়ল। কার্গিলের যুদ্ধের সময়ও ভারতীয় গোয়েন্দারা দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় ঘুমিয়েছিল। দেশ আক্রমণের খবর তাদের কাছে ছিল না। পাক হানাদারদের আক্রমণের পর তাদের ঘুম ভেঙেছিল।

কার্গিলের দ্রাস সেক্টরে পাকিস্তান হানাদের অনুপ্রবেশ, এমনকি পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক পরভেজ মুশারফ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিল বলে তিনি স্বীকার করেছিলেন। আর দেশের বিপুল অর্থ দিয়ে পোষা রিসার্চ–অ্যান্ড–অ্যানালিসিসিস– উইনাস ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর কাছে কোনও খবর ছিল না। এই গোয়েন্দাদের গোয়েন্দাগিরির তারিফ না করে পারা যায় না। বায়ুসেনার জওয়ান, দক্ষ অফিসাররা ৬০ ঘন্টা ধরে ৩ ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ৬ জন জঙ্গি খতম করেছে। ভারতের ৭ জন জওয়ান মারা যায়। তাদের জন্য গর্ব হয়। ধিক্কার জানাবার ভাষা খুঁজে পাই না দেশের গোয়েন্দা দপ্তর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা, যাদের জন্য এই সাতটি সেনা পরিবারে নতুন বছরে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটল।

পাক সামরিক বাহিনীর মদতে এই আক্রমণ ঘটেছে, এই দোষারোপের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে। পাক সামরিক মদতে সন্ত্রাসের হানা একের পর এক ঘটে চলেছে। ভারত পাক দুই দেশের মধ্যে আলোচনার–দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলেই সন্ত্রাস আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি হয়। ২০১৫ সালে ২৬শে মার্চ জম্মুতে সামরিক ছাউনির ওপর জঙ্গি আক্রমণে ৬ জন ২৩ এবং ১০ জন আহত হয়। রাশিয়ার অনুরোধে শীর্ষ সম্মেলনের সময় বিনা অ্যাজেন্ডায় নওয়াজ শরিফে নরেন্দ্র মোদির আলোচনার এক পক্ষ কালের মধ্যে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের দিশানগরে সেনা পোশাকের ছদ্মবেশে সন্ত্রাস হানার ১০জন নিহত এবং ১৫ জন গুরুতর আহত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, বায়ুসেনারা যদি দ্রুততার সাথে হানাদারদের মোকাবিলা করতে না পারত তাহলে একে–৪৭ এর সাহায্যে জঙ্গিরা ৩ হাজার সামরিক পরিবারের সদস্য খতম করে দিত।

জঙ্গি হানার ৭ দিনের মাথায় পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ, সেনা প্রধান ও আইএসআই প্রধান যৌথ বিবৃতিতে এই ঘটনার বিরুদ্ধে নিন্দা করেছেন। এই নিন্দা প্রস্তাব কূটনৈতিক নাটকীয়তা অথবা আন্তর্জাতিক চাপ হতে পারে। কূটনৈতিক সৌজন্যর খেলা যাই হোক, গুরুদাসপুর পাঠানকোটের ঘটনা ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর ষড়যন্ত্র কিংবা পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক কূটনীতির পদক্ষেপ নয় তো! একদিকে আলোচনার টেবিলে বসা অন্যদিকে সন্ত্রাসে কৌশলগত মদত! পাকিস্তানের নারোয়াল থেকে গুরুদাসপুরের দূরত্ব ছিল ৩৩ কিলোমিটার। পাক সীমান্তবর্তী এই এলাকায় জঙ্গি আক্রমণের পর ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা দপ্তর গোয়ন্দাদপ্তরের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই হানার পর

কঠোরতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। পাঞ্জাবে পাঠানকোট আক্রমণের পেছনে পাকিস্তানের কূটনৈতিক দূরাভিসন্ধি যে ছিল না তা জোর গলায় বলা যায় না। পাক সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনার এই তীব্র নিন্দা করা হোক এই ঘটনার পেছনে পাক–সেনা ও বায়ুসেনার মধ্যে বোঝাপড়া ও মদত ছিল না একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

পাঠানকোটকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কেন্দ্র করার কারণ কূটনৈতিক বিচক্ষণতার দিক থেকে উঠে আসে প্রথমত, ভৌগোলিক দিক থেকে পাঠানকোট হল 'সফট বেলি'। গত কয়েক বছর ধরে সীমান্তবর্তী এই এলাকা দিয়ে ড্রাগের আন্তর্জাতিক চোরাকারবার ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ড্রাগ–চক্র নিয়ে যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে। ২ জানুয়ারি বায়ুসেনা দপ্তরে প্রথম যখন গুলি চলল স্থানীয় অধিবাসীরা ভেবেছিল ড্রাগ পাচার চক্রের কাজ। বাসিন্দারা এমন কি স্থানীয় প্রশাসন ভাবতে পারেনি জঙ্গি আক্রমণের মতন ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে। দ্বিতীয়ত, পাঠানকোট হল পাঞ্জাব–কাশ্মীর–হিমাচল প্রদেশের ট্রানজিট রুট। এয়ারবেস বা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ চালালে ভারতে অশান্তি, বা উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তৃতীয়ত পাঠানকোটের ঘটনা নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' 'আই বি' ব্যর্থ এই নারকীয় ঘটনা সম্পর্কে আগাম সতর্কতা জারি করতে। ভারতের গোপন খবরাখবর পাকিস্তানের সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তানে জঙ্গিদের কাছে পৌঁছে গেলেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নির্দিষ্টভাবে সোর্সকে কাজে লাগিয়ে পাক সীমান্তে জঙ্গিদের আনাগোনা বা গতিবিধির সঠিক তথ্য জোগাড় করতে অক্ষম।

পাকিস্তানের বায়ু সেনারা অতীতে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ ভারত পাক যুদ্ধের সময় পাঠানকোট সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ করেছিল। প্রসঙ্গত ১৯৭১–এর ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক বায়ুসেনা এয়ারক্রাফ্ট নিয়ে ভারতে বায়ুসেনা দপ্তরে প্রথম আক্রমণ করে। পাঠানকোটের ২৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে পাঞ্জাবের এয়ারবেস ৬০ কিমি দূরত্ব বিশিষ্ট পাকিস্তান ভুক্ত পাঞ্জাবের নারোয়াল, মুবিদ ভাওয়ালপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে পাঠানকোটের বাসিন্দাদের ভাষাগত মিল রয়েছে। ফলে সীমান্ত টপকে এই অঞ্চলে ঢুকে পড়ে সহজে গা ঢাকা দেওয়া যায়। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক আবেগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সক্রিয়তা না থাকায় এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলটি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ। বায়ুসেনা দপ্তরের লাগোয়া এই সীমারেখার ওপরে বাকি জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গড়ে ওঠার পর পাঠানাকোটকে টার্গেট করে। বিশেষত বায়ুসেনা দপ্তরে যুদ্ধের জন্য অত্যাধুনিক ক্ষেপনাস্ত্র এয়ারক্র্যাফ্ট এবং যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নথি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। অতীতে পাক আক্রমণ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কোনও শিক্ষা হয় নি। এই এয়ারবেসের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকার চূড়ান্ত গাফিলতি করেছে। ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের এই অপারেশন পরিকল্পনামাফিক ঘটনা। আর আমাদের দেশে সর্ষের মধ্যে ভূতদের অদৃশ্য হাতে চলে যায় যুদ্ধের যাবতীয় নথি আগাম খবর! কোথায় সরকারের চূড়ান্ত সতর্কতা?

ভারতের জাতীয় সুরক্ষানীতির ক্ষেত্রে ত্রুটি হল রাজ্যগুলির উদাসীনতা। দিল্লি হরিয়ানা পশ্চিমবাংলা ঝাড়খন্ড মধ্যপ্রদেশ রাজ্যগুলি মাওবাদী জঙ্গি নাশকতা উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত । সরকার যৌথভাবে এই বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলায় উদ্যোগী হয়। একইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য গুজরাট–রাজস্থান–পাঞ্জাব–কাশ্মীর–পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্য হলেও পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা নিয়ে স্বাধীনতার পর উদাসীন থেকেছে। এই রাজ্যগুলির উন্নয়ন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যতটা ভাবিত নিরাপত্তা নিয়ে ততটা পারস্পরিক সহযোগিতায় খামতি থেকেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও পাক সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি নিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য টাস্কফোর্স গড়ে তোলার যৌথ নীতি রূপায়িত করে নি। সীমান্ত রাজ্যে শুধু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রাখা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পাক সরকার জঙ্গি আক্রমণের নিন্দা করলেও পাক সেনাদের মনোবল বাড়ানো হয় ভারত বিরোধিতার দ্বারা। পাক সেনা প্রধান বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে বলেছে ভারত তাদের কাছে বিশ্বের একমাত্র আতঙ্ক রাষ্ট্র। অতএব জঙ্গি অস্থিরতার দ্বারা ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়াটাই কূটনীতির নিদান। পাঠানকোটের ঘটনা প্রমাণ করেছে জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল প্রশিক্ষণ এমনকি জঙ্গিরা যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য যে সব ওষুধ ইনেজেকশন এনেছিল তা করাচি লাহোরের প্রস্তুত। এরপর পাক সরকার অস্বীকার করতে পারে এই হানার ঘটনায় পাক প্রশাসন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল? নাকি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের ২০০% সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।

জমির দখল নিয়ে উত্তপ্ত বালির নিশ্চিন্দা এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি : বালি নিশ্চিন্দা থানা এলাকার লোকনাথ অটো স্ট্যান্ডের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সুরেন্দ্রলাল দাস টিচার্স ট্রেনিং বি–এড কলেজে গত বুধবার একটি ক্লাবের দশ কাঠা জমির বিবাদে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। ক্লাবের দশ কাঠা জমি ক্লাবের নয় এই দাবি তুলে কলেজের মালিক বিষ্ণুচরণ দাসএর সঙ্গে ক্লাবের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে সেই দশকাঠা জমির দাবি তুলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্লাবের সদস্যদের বলেন দশকাঠা জমির অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এতে ক্লাবের সদস্যরা রাজি না হওয়াতে কিছুদিন আগে কলেজের মালিক ৬ জন গুন্ডা নিয়ে বর্তমান ক্লাবে সম্পাদক–এর বাড়িতে চড়াও হন এবং অবিলম্বে জমির অধিকার কলেজ কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে না দিলে এর পরিণাম ভাল হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসাতেই আগুনে ঘি পড়ে বলে অভিযোগ। এই খবর বাইরে চাউর হওয়াতে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ক্লাবের বেশ কয়েকজন সদস্য কলেজে হামলা চালান। তারা কলেজে ঢুকে কলেজের ল্যাব রুম, , কম্পিউটার ল্যাবরুম, অফিসে ঢুকে তান্ডব চালান এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও গাড়ি, সাইকেল ভেঙে গুড়িয়ে দেয় বলে জানা যায়। এর পরে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও খবর পাওয়া যায়। বর্তমানে বেলুড় স্টেশন রোড থেকে লোকনাথ অটো স্ট্যান্ডের দিকে যেতে রাস্তার বাঁদিকেই বর্তমান ক্লাবের অবস্থান এবং ক্লাবের একদম পিছনেই রয়েছে বিএড কলেজটি। আর এই উপযুক্ত পজিশনকেই কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ক্লাবের সদস্যরা। তারা আরও অভিযোগ করেন যদি কোন রকমে ক্লাবটিকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে রাস্তার একদম সামনের জায়গাটিকে কাজে লাগিয়ে কলেজের সীমানা বাড়িয়ে নিতে কোনও অসুবিধাই হবে না এবং ঘরের সমস্যা বাড়িয়ে ব্যবসা ফাঁদতেও কোনও অসুবিধা হবে না। অতীতের বামপন্থী বিধায়কের অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত এবং একসময়ে বালি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের বহু লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে সেই টাকা দিয়ে কলেজ তৈরি করা বর্তমানে কলেজের মালিক বিষ্ণুচরণ বাবুর। গতকাল বৃহস্পতিবারও এলাকায় গিয়ে দেখা গেল কলেজের সামনে দুটি পুলিশভ্যান দাড়িয়ে । ছাত্র ইতি উতি চোখে পড়ছে। পথচলা স্থানীয় মানুষ জনের। রাস্তা প্রায় সুনসান। কলেজের ভিতরে ডিউটিরত দুই জন পুলিশ কর্মী এবং ভিতরে পড়ে রয়েছে পুড়ে যাওয়া চারচাকার একটি গাড়ি যা গত বুধবারের জ্বলন্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। বৃস্পতবারও বিকেলের দিকে কিছুটা গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা এ নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ এবং একইসঙ্গে দারুণ উদ্বিগ্ন।

কেবলমাত্র জমি দখল কেলেঙ্কারিতেই সীমাবদ্ধ নয় বালির বেসরকারি বি–এড কলেজের মালিক বিষ্ণুপদ দাস। বালি নিশ্চিন্দা থানা এলাকার বাসিন্দা এসইউসিআই নেতা সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায়ের কথায় বালি ঘোষ পাড়া কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের থেকে আনুমানিক প্রায় আশি লক্ষ টাকা ব্যবসার নাম করে তুলে নেন। এবং সেই টাকা দিয়ে বড় মানের সুরেন্দ্রলাল দাস টিচার্স ট্রেনিং কলেজ খুলেছেন বলে জানা যায়।

ছানা ব্যবসায়ীদের সম্মেলন

মলয় সুর, চুঁচুড়া : হাওড়া–তারকেশ্বর মেন লাইনে ছানা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ১৮তম বার্ষিক সম্মেলন শেওড়াফুলি সত্যজিৎ রায় ভবনে ১১ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল। সংস্থার সভাপতি স্বপনচন্দ্র বলেন, পূর্বে ছানা ব্যবসায়ীরা ঠিক মতো ন্যায্য দাম পেত না। বর্তমানে সমিতির মাধ্যমে তা অর্জন করেছেন। এছাড়াও এদিন তিনি বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হন। দাবিগুলি হল, ১২ বগির ইএমইউ লোকাল ট্রেনে তিনটি ভেন্ডার বগির দাবি এবং ছোট ভেন্ডার কম্পার্টমেন্টের বদলে বড় ভেন্ডাযর বগি দরকার। দ্বিতীয়ত হাওড়া ডিআরএম কর্তৃপক্ষের কাছে টি৩৭৩৮৮, হাওড়া–তারকেশ্বর ইএমইউ লোকাল ৩টে ১৫ পরিবর্তে ৩টের সময় তারকেশ্বর থেকে যাতে ছাড়ে তাহলে সকল ছানা ব্যবসায়ীদের পৌঁছতে সুবিধা হবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ছানা ব্যবসায়ী সমিতিকে সযত্নে ধরে রেখেছেন তাতে সংগঠন বেশ উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বৈদ্যবাটি পুরসভার নির্বাচিত কাউন্সিলার প্রবীর কুমার পাল। তিনি বলেন, ছানা পচনশীল ব্যবসা। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে তাদের চলতে হয়। এর উপর আছে চাঁদার জুলুমবাজি যদিও এখন কিছুটা কমেছে। এটা সংগঠন মজবুত হওয়ার দরুন। তবে সংগঠন এখন সাবলম্বী হয়েছে। আগের মতো ছানা ব্যবসায়ীদের আক্রমণ হয় না। নিজেদের নিজেরাই মোকাবিলা করতে পারেন। এদিন সমিতির ১৫০ জন সদস্য হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন পাপিয়া সাঁতরা, মেঘনা হাজরা, রুকমা বাগ। এঁরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অরিন্দম গুঁইন, শেওড়াফুলি জিআরপি থানা অফিসার ইনচার্জ উত্তম ঘোষ, তারকেশ্বর ছানা ব্যবসায়ী সম্পাদক মদন ঘোষ, হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। স্থানীয় থানার প্রতিরোধ বাহিনীর সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

দুই ২৪ পরগনায় পালিত স্বামীজির জন্মদিন

বিশ্বজিৎ পাল ● অরিন্দম রায়চৌধুরী ● অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩ বছর পূর্ণ জন্মদিন যথাযথভাবে পালন করে। বিবেক ভাবনায় ১ হাজার দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীতের বস্ত্র। এছাড়া এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবে ৩০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এর মধ্যে ১০০ জন মহিলা রক্তদান করে। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করেন ঋষিকেশ মহারাজ, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। জেলা পরিষদের সহকারি–সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং–১ বিদ্যুৎ ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আলি মনসুর মিস্ত্রী বলেন এ বছর স্বামীজির জন্মদিন নিয়ে রাজ্য সরকার নানান কর্মযজ্ঞ আয়োজন করেছে। স্বামীজি বলেছিলেন সংহতিই শক্তির মূল। চার কোটি ইংরেজ তাদের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করতে পারে এবং এর দ্বারাই তাদের অসীম শক্তি লাভ হয়ে থাকে, তোমাদের ত্রিশকোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে তার মূল রহস্যই এই সংহদি শক্তি সংগ্রহ। বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন। এদেশ স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ–নজরুল, শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেশ। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল স্বামীজীর বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা জগতের কোনও উন্নতি হবে না। কিন্তু সম্প্রদায় না থাকলে জগৎ চলতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে রাজ্য জুড়ে চলছে স্বামীজীর জন্ম দিবস পালন। স্বামীজির চিন্তা ভাবনা সর্ব ধর্মের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বের এমন কোনও মনীষী নেই যিনি স্বামীজির জীবন ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্বলন্ত বাণীতে মুগ্ধ হননি। আজও পাশ্চাত্যের সেইসব প্রথিতযশা মনীষীদের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু কথা আমাদের আলোড়িত করে। নতুন ভারত রচনার কাজে স্বামীজির চিন্তাভাবনা নির্দেশ, আমাদের অমূল্য পাথেয়। এছানা স্বামীজী বিষয়ে আলোকপাত করেন ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরদার, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ঋষিকেশ মহারাজ প্রমুখ। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য, আবৃত্তি, বাউল প্রমুখ অনুষ্ঠান।

রাজ্যের সঙ্গে সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৪ তম জন্ম দিবস। জেলা সদর বারাসতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজির মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। বারাসতের কলোনি মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তির চারপাশে আগের দিন থেকেই আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে তোলা হয়। হাবড়ার আশুতোষ নগরে বিবেকানন্দ পার্ক সোসাইটির উদ্যোগে প্রভাত ফেরি হয়। আদিবাসী নৃত্য ও এনসিসি সহকারে এই প্রভাত ফেরিতে অংশ নেন প্রায় ১০০০ মানুষ। সোসাইটির কর্মকর্তা অমল কংসবণিক, ঝন্টু চৌধুরী, সুমিত সাহা ও শুভ দাস জানান, এদিন বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বেলুড়মঠের স্বামী সত্যরূপানন্দ মহারাজ। স্বামীজীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে দুদিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুধীর দাস।

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩তম জন্মদিবসে বড়াল লেকপল্লিতে বড়াল কল্পতরু সেবা সমিতির উদ্যোগে একটি বিশাল স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা এলাকার মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। যেমন জেনারেল, অর্থো, চেস্ট, মেডিসিন, ডেন্টাল, চাইল্ড, লিপিড প্রোফাইল, লাং ফাংশান টেস্ট, বোন টেস্ট, ইসিজি এই ধরনের ক্রিটিক্যাল টেস্ট যা বাইরে করাতে গেলে সাধারণ মানুষের কষ্টসাধ্য হত। কিন্তু প্রচুর ব্যয় করে বিভিন্ন হাসপাতালে যাতায়াতের হয়রানি ও খরচের হাত থেকে বাঁচালো এই ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে।

শুধু তাই নয় কলকাতার বিভিন্ন নার্সিংহোম এবং হাসপাতালগুলি থেকে বড় বড় চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা রোগ পরীক্ষা করেছেন। যেমন ছিলেন ডাঃ বি এন পাল, উজ্জ্বল ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, নির্মল মুখোপাধ্যায়, কৌশিক ঘোষ, বিপ্লব আচার্য সহ প্রায় জনা কুড়ি বিশিষ্ট ডাক্তার। এছাড়া বিভিন্ন ইন্সটিটিউট থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ পরীক্ষা করার মেশিন নিয়ে আসে বড়াল। যেমন জেনমার্ক কোম্পানি, মেডরোনিক, গ্লেনমার্ক। সেদিন শুরু থেকে ব্যাপক হারে লাইন পড়েছিলো কারণ বহু টেস্ট করার জন্য মানুষ ঘরের কাছে এতগুলি টেস্টের সুবিধা ছাড়তে চায়নি। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় শেষ হয় বিকাল ৫টা নাগাদ। খাতায় কলমে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ মানুষ নিজেদের শরীরের পরীক্ষা করিয়েছেন। কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে বলেন আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে আমি এই মহান কাজ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে খুশি।

বারুইপুরে মিডডে মিল কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতি এবং প্রখ্যাত এনজিও বন্ধন' এর যৌথ উদ্যোগে বারুইপুর ব্লক এ মধ্যাহ্নকালীন আহার প্রকল্পে বিদ্যালয় এ রান্নার কাজে নিযুক্ত স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবির এর উদ্বোধন হয়ে গেল ১৪।১২।১৫ তারিখ। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা শাসক রাজর্ষি মিত্র (আই এ এস), জনাব আবু তাহের, কর্মাধ্যক্ষ পূর্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ, দেবাশিস রায় চৌধুরী, সি ই ও, বন্ধন, ডঃ উত্তম ঘোষ, বন্ধন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান, আফসার আলি নস্কর,সভাপতি বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি, সৌম্য ঘোষ, বি ডি ও, বারুইপুর, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, সহ সভাপতি বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি, অজয় মাইতি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষা, বারুইপুর এর দুই চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক গন, জেলা মিড ডে মিল দপ্তরের প্রতিনিধি, বিভিন্ন পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিক এবং সকল বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক গণ। বিশেষ কারণে আসতে না পারলেও সামিমা শেখ, সভাধিপতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ তার শুভেচ্ছা জানান। ব্লক সুত্রে জানা যায় যে এই কর্মশালা যা ১৮

ই মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত চলবে তার মাধ্যমে রান্নার কাজে যুক্ত সব স্ব সহায় গ্রুপ কে হিসেব পত্র রাখা, স্বাস্থ্য বিধি মেনে রান্না করা, খাদ্যের গুনাগুণ বজায় রেখে রান্নার করা, পুষ্টি কর খাদ্য প্রনালী, রান্নায় বৈচিত্র্য আনা, কিচেন গার্ডেন ইত্যাদি বিষয় এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, প্রশিক্ষণ দেবেন ব্লক আধিকারিক এবং বন্ধন আধিকারিক গণ। প্রশিক্ষণ শেষে সব স্ব সহায়ক দল কে অ্যাপ্রন, মাথা ঢাকার ক্যাপ, হাত ধোয়ার সাবান, বাসন পরিস্কার এর সরঞ্জাম, পরিস্কার কাপ। (যা রান্নার সময় ব্যবহার করা হয়), রোজ কার হিসেব রাখার ডাইরি দেওয়া হবে।প্রশিক্ষণ এ আগত মহিলাদের রক্ত পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ও রাখা হয়েছে। স্ব সহায়ক দলের পাশাপাশি বিদ্যালয় এর একজন শিক্ষক যিনি এই প্রকল্পের নডাল শিক্ষক হিসেবে প্রকল্পের দেখভাল এর দায়িত্বে থাকবেন তাদের ও প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আফসার আলি লস্কর বলেন এই ধরনের এবং এত বৃহ আকারে প্রশিক্ষণ এই জেলায় এবং সম্ভবত এই রাজ্যে আগে হয় নি। মহকুমা শাসক রাজর্ষি মিত্র মহাশয় ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি কে এই আয়োজন এর জন্য ধন্যবাদ জানান এবং শিক্ষক মহাশয় দের মিড ডে মিল এর সফল রূপায়ণ এর জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেন, তিনি আরও জানান যে মহকুমা প্রশাসন এর পক্ষ থেকে সকল বিদ্যালয় কে মিড ডে মিল এর চাল রাখার জন্য টিন এর ড্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জানান যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ২০১৫ সাল এর স্লোগান করেছেন FROM FARM TO PLATE–MAKE FOOD SAFE'। বর্তমান উদ্যোগ ও এর অনুসারী যাতে ছাত্র ছাত্রী দের স্বাস্থ্য সম্মত,পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাদ্য তুলে দেওয়া যায়। অজয় মাইতি বলেন যে শিক্ষক এবং রন্ধন কারী র মিলিত প্রয়াস এই এই প্রকল্প সফল হতে পারে, পঞ্চায়েত সমিতি তার জন্য সব রকম সাহায্য করবে। মল্লিকা কর্মকার, অব বিদ্যালয় পরিদর্শক (দক্ষিণ চক্র) মিড ডে মিল রান্নায় মায়ের মমত্বের কথা বলেন, তিনি বলেন যে তিনি নিজেও একজন মা অতএব আধিকারিক হিসেবে নয় একজন মা হিসেবে এই প্রকল্পের সাফল্য তিনি কামনা করেন। প্রসঙ্গত বারুইপুর ব্লক এর সকল বিদ্যালয় এ যার সংখ্যা ২৮১ বর্তমানে এই প্রকল্প চালু আছে এবং দৈনিক ৫৪০০০ ছাত্র ছাত্রী এই প্রকল্পে খাবার খেয়ে থাকেন।

ঐতিহ্যশালী বাণীপুর লোকউৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানাধীন বাণীপুরে ১৭ জানুয়ারি রবিবার উদ্বোধন হয়ে চলেছে বাষট্টিতম বর্ষের বাণীপুর লোক উৎসব। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম লোক উৎসব বলে পরিচিত। প্রথম বৃহত্তম লোক উৎসব শান্তিনিকেতনের পরেই এর স্থান। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির মাসের প্রথম রবিবার এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। এবছরই তার ব্যতিক্রম হল, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। সাতদিনব্যাপী এই ঐতিহ্যশালী লোক উৎসব জেলার গন্ডি অতিক্রম করে গোটা রাজ্যের গরিমার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত এই উৎসব চারটি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চগুলি হল, দক্ষিণ মঞ্চ, জনতা হল, মূল মঞ্চ ও বাউল মঞ্চ। এই উৎসবকে ঘিরে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। যার বিক্রিও ভাল। শুধু এই জেলা নয়, রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকেও বিভিন্ন মানুষ এই মেলায় আসেন। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শনী।

যা প্রতিবছর সবার নজর কাড়ে। ব্যবস্থা আছে পুরস্কারেরও। এই মেলায় যেমন অংশ নেন দূরদূরান্ত থেকে আসা বিভিন্ন পটশিল্পীরা তেমনি থাকে বেতের তৈরি, বাঁশের তৈরি নানান হাতের কাজ। এছাড়া গরম সাঁজের পিঠে, পাটিসাপ্টা, ভাসা পিঠে, পুলি পিঠে স্বাদের আয়োজনের এই মেলায় জুড়ি মেলা ভার বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মেলা বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের আরও মন্তব্য ইদানিং এই গ্রামীণ লোক উৎসব ক্রমশ মোড় নিচ্ছে শহরকেন্দ্রিক আধুনিকতার দিকে। এখানে এখন দু–চাকার গাড়ি থেকে জেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে মেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেন।

যা সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে বলে উল্লেখ করেন এই লোক উৎসবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী তথা কবি, সাংবাদিক, পাঁচুগোপাল হাজরা। পাশাপাশি হাবড়া থানার ভূমিকাও এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পাঁচুগোপালবাবু বলেন, 'এই লোক উৎসবকে ঘিরে একটা অর্থনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়। একারেণ এই মেলার পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।' প্রশাসনিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে মেলার সাতদিনই মূল মঞ্চের সামনে পুলিশের একটি অস্থায়ী শিবির থাকে। তাকে মহিলা পুলিশও। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই উৎসবে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশের তৎপরতা থাকে চোখে পড়ার মতো।

মঙ্গলবার ১২ জানুয়ারি বাণীপুর লোক উৎসব কার্যালয়ে উদ্যোক্তারা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে কমিটির কার্যকরী সভাপতি মিলন নাগ বলেন, এবারে এই উৎসবের উদ্বোধন করতে আসছেন প্রখ্যাত লোকশিল্পী অমর পাল। এছাড়াও বিভিন্ন দিনে উপস্থিত থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র, পরীক্ষিৎ বালা, অদিতি মুন্সি, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রান্নাঘর অনুষ্ঠান খ্যাত সুদীপা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায় ও পরিমল বলেন, 'এবারে প্রায় ২০০–র বেশি স্টল থাকছে এই মেলায়।' কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিগত বছরে সাহিত্যের অনুষ্ঠান না থাকলেও এবারে যথারীতি বসছে, সাহিত্যের আড্ডা।'

মোবাইল হাতিয়ে চম্পট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধাননগর (সল্টলেক) এলাকার পূর্বাঞ্চলে একটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একই বাইকে দুই ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়ে এক যুবকের মোবাইল ফোন হাতিয়ে নেওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিধাননগর পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা দেবজ্যোতি সাহা প্রতিদিনকার মত বুধবার সন্ধ্যায় টিউশনি পড়তে গিয়েছিল এবং রাতে বাড়ি ফেরার পথে শীতের ঠান্ডায় শুনসান রাস্তায় দুই ছিনতাইবাজ বাইক থামিয়ে দেবজ্যোতির রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। তাকে ঠেলা মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে হাতের মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে দেবজ্যোতি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে, তবে কাউকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারে নি। সাহা পরিবারের অভিযোগ সল্টলেকে রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা বেজে গেলেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায় এবং রাস্তায় কোনও পুলিশ থাকে না। আর এই না থাকার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা তাদের অপকর্ম করে পার পেয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন অন্য বাসিন্দারা।

বারাসতে ২০ তম যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর আয়োজিত ২০ তম যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন হল উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সদর বারাসতের কাছারি ময়দানে। ১৩ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাস ব্যাপী এই উৎসবের সূচনা করেন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ২০ বার ঘন্টা বাজানোর মাধ্যমে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রধান সচিব অত্রি ভট্টাচার্য, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক মনমিত নন্দা, বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সাংসদ ইদ্রিশ আলি, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও আইন ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাধিপতি রহিমা মণ্ডল, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক তথা মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত ২২জন প্রবীণ–নবীন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। যার প্রতিটি পুরস্কার মূল্য এক লক্ষ টাকা করে। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন নির্মল মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন ঘোষ, মদন পাত্র, অমিতেশ ভট্টাচার্য, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, লতা দেশাই, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মধুছন্দা ভদ্র, শিবানী ভট্টাচার্য, নবাব দে, নভোনীল রায়চৌধুরী, ঐন্দ্রিলা দত্ত, রুম্পা ভদ্র, প্রযোজক দিলীপ দাস, নেপাল সরকার, নির্দেশক জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাস, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সুরকার আভা ভট্টাচার্য, স্বপন পাকড়াশি প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলাশাসক মনমিত নন্দা। তিনি বলেন, 'নানা কারণে' একসময় গোটা রাজ্যব্যাপী যাত্রা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আবার তা প্রাণ পেয়েছে। যাত্রাশিল্প অত্যন্ত প্রাচীন শিল্প। এই শিল্প আমাদের গর্ব। নতুন করে এই শিল্প উজ্জীবিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।' এদিন হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে উপচে পড়া কাছারি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন 'গতবার ১৬ জন শিল্পী সম্মান জানানো হয়েছিল। এবার ২২জনকে পুরস্কৃত করা গিয়েছে। ৩১১ জন দুঃস্থ যাত্রা শিল্পীদের ন'হাজার টাকা করে এককালীন ভাতা দিয়েছি। যাত্রা আকাদেমি তৈরি করেছি। এর ফলে যাত্রা শিল্পটা আবার নতুন করে অনুপ্রাণিত হবে। শিল্পীরা আমাদের সম্পদ। গ্রাম বাংলায় যাত্রাপালাটা আরও জনপ্রিয় করতে হবে। ছোট ছোট জলকণা থেকে যেমন সাগর সৃষ্টি হয়, তেমনই ছোট ছোট শিল্পই বিশাল শিল্প সাগর সৃষ্টি করে।' লোকশিল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '৫৮ হাজার শিল্পীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত যুগান্তকারী লোকশিক্ষা ও লোকপ্রসার প্রকল্পে কর্মসংস্থান অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলার রাজ্য–রাজনীতিতে এক নজিরসৃষ্টিকারী মাইলস্টোন সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞমহল।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৭.০১.২০১৬ তারিখের জাতীয় পালস পোলিও দিবস উপলক্ষে সকল পিতামাতা ও অভিভাবকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন ০ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য নিকটবর্তী পোলিও বুথে ১৭.০১.২০১৬ থেকে ২০.০১.২০১৬ তারিখের মধ্যে নিয়ে আসেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৪৭(৪)/জে.ত.স.দ/দঃ ২৪ পরগনা /১৩/০১/২০১৬

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies / organizations / undertakings / cooperatives /corporations and others for the following at Mahestala (U) ICDS Project, South 24 Parganas,

Category of Job :	
	1) Carrying Contractor 2) Storing agent 3) Suppliers of Miscellaneous ICDS Articles.
Availability of Tender Form :	Available on application on bonafide letterhead with Signature and Seal from 18.01.2016 to 29.01.2016 on all working days between 12 NOON-3 PM from the Office of the undersigned.
Dropping of Tender :	Sealed Tenders to be dropped in the Tender Box to be kept at the Office of the S.D.O., Alipore Sadar, South 24 Pgs. On 02.02.2016 from 11 A.M. to 2 P.M. after superscribing the category.
Closing of submission of Tender :	02.02.2016 at 2 P.M.
Opening of Tender :	02.02.2016 at 3 P.M.

Sd/-
Office of the Child Development Project Officer
Mahestala (U) ICDS Project
Moynagore, South 24 Parganas

Memo No. 46(2)/D.I.C.O./24 Pgs. (S) Dated 13/01/16

শতবর্ষে আর্তের দিশারী ভারত সেবাশ্রম সংঘ

ঝড়–জল–বন্যা–দুর্ভিক্ষ–মহামারি–ভূমিকম্প। পৃথিবীর যে প্রান্তেই কোনও ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটুক না কেন আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবার আগে যাদের দেখা যায় তারা হল এক এবং অদ্বিতীয়ম ভারত সেবাশ্রম সংঘ। একদা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং দেশকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার শপথ নেওয়া অগ্নিযুগের বিপ্লবী প্রণবানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ আজ গোটা বিশ্বের কাছে এক বিশাল বড় বটবৃক্ষ। যে বৃক্ষতলে শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা যে কোনও সময়েই ছুটে যাওয়া চলে সান্নিধ্য লাভের জন্য। আর এই আশ্রয় তো যে সে আস্তানা নয়, একেবারে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ। এত বড় একটা সংগঠন যার নানা ব্যপ্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে। ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য,অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা মহাদেশ সহ সর্বত্র নিজেদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রাসবিহারি এভিনিউয়ের শেষ মাথায় বালিগঞ্জ স্টেশনের সন্নিকটে যে সদর দফতরটি দণ্ডায়মান তা যেন দেবী দুর্গার নানা অঙ্গের একটি। বলাবাহুল্যই এও যেন কোনও সুবিশাল যজ্ঞাগার থেকেই আর্তের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে পা রেখেছে এই ধরাধামে। এর নানা কাজের সাক্ষী হয়ে থাকছে জগত সংসার। এহেন এত বড় প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব দিনের পর দিন প্রণবানন্দজির আশীর্বাদে বহন করে আসছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুখ্য অধিকর্তা দিলীপ মহারাজ। অকপটে নিজের এই সংগঠনের নানা জানা–অজানা খবর তিনি তুলে ধরেছেন আলিপুর বার্তার কাছে। সেই কথোপকথন পত্রিকার কাছে অমৃত পাওয়ার মতোই। বিশেষ করে মহারাজ এমনই এক প্রজ্ঞাবান মানুষ যে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সাগরের ন্যায়ই গভীর। সেই অমৃতকথন তুলে ধরা হল পাঠকের কাছে।

জয়ন্ত চৌধুরি ও প্রিয়ম গুহ

স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব চন্দ্র সেনদের হাত ধরে হিন্দু ধর্ম যে নবজাগরণের পথে অগ্রসর হয়েছিল তা বন্ধ্যা মায়ের কোলে সন্তান এনে দেওয়ার মতো। বিশেষ করে দীর্ঘকালীন সুলতান এবং মুঘল আমলের জাতাকলে হিন্দু ধর্মের নিজস্ব মেরুদণ্ড একরকম ভেঙেই গিয়েছিল। এইসময় ঈশ্বরের বরপুত্র হিসেবেই আবির্ভাব ঘটে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দ মহারাজের। তাঁর হাত ধরেই পুনরুত্থান ঘটে হিন্দু ধর্মের। একান্ত আলাপচারিতায় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা গুরু মহারাজের প্রতি এভাবেই নিজের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বর্তমানে ভারত সেবাশ্রমের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মহারাজ। বস্তুত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিংড়ে দেওয়া বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের সংস্পর্শে এসে দেশ মুক্তিকার পথে অনুপ্রাণিত হন প্রণবানন্দজি। কিভাবে দিনের পর দিন মাতৃ ক্রোড়ের শিশুর মতো আপদে–বিপদে পড়া মানুষের কাছে এই প্রতিষ্ঠান ছুটে যাচ্ছে তার বহু লোমহর্ষক কথাও উঠে এল আলোচনা প্রসঙ্গে। বিশ্বের নানা প্রান্তের পাশাপাশি আমাদের পড়শি বাংলাদেশে ভারত সেবাশ্রম সংঘ যে আলাদা তাৎপর্য লাভ করে তাও জানা গেল। কিভাবে বাংলা তথা দেশের সর্বাধিক মেধা সম্পন্ন জাতি বাঙালি এবং তার মেধাকে সুপরিকল্পিতভাবে নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকাল থেকে নষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলেছে তার পর্দাও মহারাজ নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ফাঁস করে দিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যে নেহরু ছাড় দেয়নি তিনি কি করে আপামর বাঙালিকে সহ্য করবেন সপাটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন দিলীপ মহারাজ। নেহরুর কুৎসিত অঙ্গুলি হেলনেই যে ভারতকে স্বাধীনতা পেতে আরও ৪–৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাও নিজের কথায় ব্যক্ত করলেন মহারাজ। তাঁর কথানুযায়ী তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ মহল থেকে জেনেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যাবহিত পরে ১৯৪২–৪৩–এ ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ। কারণ যুদ্ধের পরে 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা তখন ইংল্যান্ডের। সেইসময় জহরলাল নেহরু এই আগাম স্বাধীনতার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। মহারাজের কথানুযায়ী নিজের নিরঙ্কুশ শাসনের পথ প্রশস্ত করতে নেহরু এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে আটকে দেন। তখন নেহরুর ধ্যান–জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুভাষ সহ যারাই তাঁর পথের প্রতিবন্ধক তাঁদের যেনতেন প্রকারে সরিয়ে দেওয়া। তাছাড়া দেশভাগের পর যে পার্টিশন হয় বাংলা এবং পাঞ্জাবে তাতেও বাংলার প্রতি ব্যাপক বঞ্চনা করা হয়েছিল বলে অভিমত এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর। তিনি বলেন, এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন এই বাংলায় হল না শুধুমাত্র নেহরুর কুটিল মতির জন্য। পাঞ্জাব যে সুবিধা পেল তা বাংলা পেল না কেন তা নিয়ে এখনও আক্ষেপ মহারাজের। এভাবে কোনও জাতির রাস্তা রোখা যায় না বলেও স্পষ্ট করলেন তিনি। যে সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে নিজের সব কিছু ত্যাগ করে জাপান থেকে জার্মান সফর করেছিলেন তাঁকে বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা পুরুষ বলেও অভিহিত করেন মহারাজ।

তারা যে অন্য ধর্মের বিরোধী নন, এই কথা অকপটে স্বীকার করলেও দিলীপ মহারাজ একথাও দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালেন যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্মের রক্ষক। আর হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্রও যে অত্যাচার বিরোধিতা একথাও উঠে এল মহারাজের কথায়। তিনি পরিস্কার জানান, যেখানেই মানুষ নিপীড়ন বা অত্যাচারের সম্মুখীন হবে সেখানে ছুটে যাবে সংঘ। তা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ হোক বা কোনও স্বৈরাচারিতার দৃষ্টান্ত হোক। আপামর হিন্দু জনতার কথাও চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মন্তব্য তাঁর।

কেদারনাথ সংলগ্ন পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রয়স্থল ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাহাড়ের প্রবল ধ্বংসলীলায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীও দেহত্যাগ করেন এই বিপর্যয়ে। তা সত্ত্বেও সেখানে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রবল রক্ষা অভিযান চালিয়েছে সংঘের সাহসী স্বেচ্ছাসেবকরা। এই তো সেদিন মাটির নিচে যখন প্রবল ভূকম্পের উদ্ভব হয় তখন মৃত্যুপুরী বনে যাওয়া নেপালের বিভিন্ন স্থানে কালক্ষেপ না করে ছুটে বেরিয়েছেন সংঘের কর্মীরা। দিলীপ মহারাজের আত্মকথনের সেই পর্দায় উঠে এল ১৯৭৮–এর বন্যা কবলিত পশ্চিমবঙ্গের কথা। যখন রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে সংঘ কর্মীরা মানুষের মুখে দু–মুঠো চিড়ে, গুড় কিংবা খিচুরি তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালেও ওপার বাংলার আর্ত মানুষের কাছে ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসেবে উঠে এসেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। স্মৃতির সরণি বেয়ে মহারাজ জানালেন সেই ভয়ঙ্কর বিপদের সময়ে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পাশে থেকেছে সংঘ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও নানা সময়ে ছুটে যেতে দেখা গিয়েছে সংঘ সদস্যদের। সে উত্তরাখন্ডের নৈনিতাল হোক, পশ্চিমের মহারাষ্ট্র কিংবা অধুনা ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর। বাংলাদেশের পাশাপাশি দারিদ্রক্লীষ্ট দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশেও নিজেদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির ছাপ রেখেছে সংঘ। সংঘ প্রণোদিত প্রায় শতাধিক স্কুলে রামায়ন, মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যের পাঠ নিয়ম করে করা হয়। যা অধ্যায়ন করে মুসলিম ছাত্ররা পর্যন্ত পুরস্কৃত হয়েছেন বলে মহারাজ জানান। এত কিছু পাওয়ার মধ্যে হয়তো না পাওয়ার কিছু কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে আমাদের গড়পড়তা পাঠক মনন। এখানেই সন্ন্যাস জীবনের মহত্ব। মহারাজরা যে কর্মযজ্ঞে মেতে থাকেন অহরহ তাতে কোনও অপ্রাপ্তি তাদের কষ্ট দেয় না। কারণ তাঁরা যে পথের পথিক সেখানে বিচরণ করছে অনাবিল অপার্থিব আনন্দ। তাও আমাদের রক্তমাংসের মানুষের কাছে কিছু জিনিস বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে যখন আমরা শুনি এই যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মীরা বিশ্ব তথা দেশের আনাচেকানাচে ছুটে যাওয়ার সময়ে নিজেদের সংস্থার টাকা খরচ করেই টিকিট কাটেন। মানুষের ত্রাণকার্যে লিপ্ত সংগঠনের প্রতি কোনও নজর নেই সরকারের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীনও সংঘ কোনও সুবিধা পায়নি। দিলীপ মহারাজের জন্য তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যক্তিগত পাসের ব্যবস্থা করতে চাইলে তা গ্রহণ করেননি সংঘ প্রাণ মহারাজ। অথচ এ দেশ তথা রাজ্য থেকে মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষ যখন হজ করতে পবিত্র মক্কা–মদিনায় যান তখন তাঁদের জন্য থাকে সরকারি বিবিধ ছাড়। এই ব্যাপারে দিলীপ মহারাজ ক্ষোভ না পোষণ করলেও আলিপুর বার্তা এই ব্যাপারে খুবই দুঃখিত। পত্রিকার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে রেলমন্ত্রক তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হবে।

এত কিছু কর্মকাণ্ডের দিশারী এহেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবার শতবর্ষের সরণিতে পা রেখেছে। এই উপলক্ষ্যে আগামী ৩০ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক মহতি সভা অনুষ্ঠিত হবে। দেশ–বিদেশের নানা প্রান্তের সংঘ অনুরাগীরা এখানে উপস্থিত হবেন। উজ্জ্বলতম উপস্থিতি থাকবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শ্রীমত স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ (প্রতিষ্ঠাতা ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

ভারত সেবাশ্রমের বর্তমান সম্পাদক দিলীপ মহারাজ

বানভাসি এলাকায় ত্রাণ বিলিতে ব্যস্ত ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজরা ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

সেবায় নিয়োজিত সংঘের সন্ন্যাসীরা

নেপালের ভূমিকম্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

দেলওয়ারপুর গ্রামের লোকনাটক 'খন' বাঁচাতে উদ্যোগ

দীপককুমার বড় পণ্ডা

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে বালুরঘাট যাওয়ার বাসে ফতেপুর স্টপেজে নেমে চার কিমি ভ্যান রিক্সায় গেলে দেলওয়ারপুর গ্রাম। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামটিতে তিনটা আলকাপের দল, তিনটা খন লোকনাটকের দল আছে। এছাড়া আছে কালী বিষহরির দল (সতী বেহুলার দল), চোর–চুন্নি, রামবনবাস (রামায়ন), মুখোশ নাচ দল। এই গ্রামে দুর্গা পূজা, বাসন্তী পূজা, মাঘী পূর্ণিমা, হরিনাম সংকীর্তন, বুদ্ধ পূর্ণিমা, আমাৎ কালী পুজো হয়। নানা সমস্যার মধ্যেও গ্রামটা যেন পুজো পার্বণ আর অভিনয়ের মধ্যেই বেঁচে আছে।

২০০১ এর জনগণনানুযায়ী দেলওয়ারপুর গ্রামের লোকসংখ্যা ৪২৫৫। মোট বাড়ি ৮৩০টি। গ্রামে তপশিলি জাতির লোকের সংখ্যা ৩৭৫৫ জন। আদিবাসী আছেন ১০৬ জন। ৯৮২ জন কৃষক। কৃষি শ্রমিক ৬৫৬ জন। গ্রামে মোট সাক্ষরের সংখ্যা ১৪৪৭। ২৮০৮ জন নিরক্ষর। প্রান্তিক কর্মী ৫১১ জন। এরমধ্যে ৩৭৫ জন মহিলা, ১৩৬ জন পুরুষ।

এখানকার গণেশ রুবিদাস খন লোকনাটকের পালা লেখেন। একটা খন লোকনাটকের দল পরিচালনা করেন। উচ্চমাধ্যমিক ফেল, জাতিতে মুচি গণেশের মূল পেশা কৃষিকাজ।

–কিন্তু খন পালা করেন কেন?

–ধরে নেন খনটা আমাদের নেশা। সারাদিন খাটাখাটনির পর খনটা নিয়ে বসলাম এই আর কি!' বিনীত, কিন্তু বিশ্বাসে ভরপুর চল্লিশ ছুঁই ছুঁই গণেশের চোখে মুখে হাসি। গণেশের দলের অন্যরাও চাষের কাজই করেন। চাষের কাজ সেরে সন্ধ্যা বেলায় একজায়গায় জড় হন মহড়ার জন্য। অভাবের মধ্যেও বাঁচার রসদ খোঁজেন এই পালা থেকে। না, শুধু অভিনেতারা নয়, কৃষিজীবী গোটা দর্শককূলও আনন্দের রসদ জোগাড় করেন এই পালা থেকে।

উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত এলাকায় বিশেষ করে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে খন লোকনাটক সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম। অনুমান করা হয় ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো এই খন। তাৎক্ষণিক সংলাপে মূলত অবৈধ প্রণয় কাহিনীতে আসর জমে ওঠে। জমিদার, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, কৃষক সবরকম চরিত্রই থাকে এই পালায়। দিনাজপুরের আদি বাসিন্দা দেশি এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনকেন্দ্রিক এইসব কাহিনী। ওপরে সামিয়ানা, চারিদিকে দর্শক, মাঝখানে 'সুর পার্টি'। 'সুর পার্টি' বলতে হারমোনিয়াম, করতাল, খোল, কাঁসি, একতারা বাজানোর লোক। তার মাঝে খন পালার অভিনেতারা। দলে শিল্পী থাকেন ১৫–২০ জন। সারা রাত ধরে চলে খন নাটক। আগে গ্রামের পুজো মন্ডপগুলিতে হ্যাজাক বা পেট্রোম্যাক্সের আলোর নিচে খন পালা জমে উঠত। সাধারণত রাতের দিকে পালা শুরু হয়। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের কাছে এটা বিরাট বিনোদন। কখনো কখনো একসঙ্গে পাঁচ হাজার পর্যন্ত লোক দেখে। দক্ষিণ এবং উত্তর দুই দিনাজপুরে ২৫–৩০টা খনের দল আছে। নানারকম পালা হয়। যেমন, যাতনা সরি বারেন বাউদিয়া, লতিপা সরি, শিশ সরি, বর্মসরি, বউ মোর ঘরের লক্ষ্মী, বৈষ্টম বাউদিয়া, মায়া বন্দকি।

খনের আসরে গেছি। 'মায়া বন্দকি' পালা হবে। সুর পার্টির বাজনা বাজছে। অভিনেতা আসরে এলেন। গান এবং সংলাপের মাধ্যমে কাহিনী এগোচ্ছে। সামান্য কিছু চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে গরিব কৃষক নিজের স্ত্রীকে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হলেন। কিছুদিন বাদে স্ত্রীকে মহাজনের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য কৃষক টাকা নিয়ে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। মহাজন বললেন আরো টাকা চাই। কৃষক দিতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে কৃষক ফিরে যাচ্ছেন। আর তাঁর স্ত্রীও কাঁদতে কাঁদতে কাতর। নারী বেশী পুরুষকে কিছুতেই চেনার উপায় নেই। আসরের বাইরে জানতে চাইলাম,

–কী করেন?

–কৃষিকাজ। লাজুক হাসি নারীবেশীর।

–ঘরে কে কে আছে?

–স্ত্রী আর একটা ছেলে, দুটা মেয়ে।

আবার সেই নারীর অভিনয় শুরু হল। গান গাইতে গাইতে দৌড়ে চলে গেলেন আসরে। কি পেশাদারিত্ব। দর্শকরা ছল ছল চোখে বসে আছেন, মহাজনের হাত থেকে কৃষক–পত্নীর মুক্তি নেই? দর্শকরা কখন যেন এই কৃষক পরিবারটির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছেন। তবে এখন খন পালায় রাজনীতির খুব প্রভাব পড়েছে। আগেকার পালায় মোড়ল থাকত, এখন এর বদলে থাকে পার্টির নেতা। সিনেমার গানেরও প্রভাব পড়ছে।

অনেকক্ষেত্রেই বদল আসছে। বেশিরভাগ জায়গায় আগের মতন এখন আর পুরুষেরা মেয়ের অভিনয় করেন না। মেয়েরাই নারী চরিত্রগুলি করেন। এরজন্য রোজ পারিশ্রমিক বাবদ দিতে হয় শ' পাঁচেক টাকা। এছাড়াও অন্যান্য

যাওয়া আসার পথে পথে

যে খরচগুলি আছে সেগুলি হল, পোশাক ভাড়া বাবদ খরচ ৩০০–৪০০ টাকা। মিউজিক সেট ১২০০ টাকা। রঙ খরচ ২৫০ টাকা। প্রতি আসর বাবদ আয়োজকদের কাছ থেকে দল পায় তিন থেকে চার হাজার টাকা। দূরে হলে গাড়ি ভাড়া আলাদা দিতে হয়। অনেক আগে ৫০–১০০ টাকায়ও পালা হত।

আসরের মধ্যেই এক কোণায় বসেছিলেন বিশিষ্ট খন শিল্পী মাধাই মোহান্ত। অনেক পালা লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং অভিনয়ও করেছেন। এখন বয়স ৮৫ বছর। পালা শেষে কথা বললেন। গলায় সুর আছে।

–মঞ্চে আমার চোখে জল আসছিল। নিয়ে ইসকুল যাইনি। ইসকুলের দরজা কোনদিকে আমি বলতে পারব না। আজকে আমি যদি লেখাপড়া জানতাম, তাহলে আমি ডক্টর উপাধি পেতাম। কারণ আমি ৫৬ খানা পালা লিখেছি।

গলায় কণ্ঠি, দাঁড়ি গোঁফে ভর্তি বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছেন। তাঁর চোখ স্থির। কিছুক্ষণ বাদে আবার বলছেন,

–একজন আমার গান রেকর্ড করলেন বালুরঘাটে। ৫০০ টাকা দেবেন বললেন। অনেকবার ঘুরেছি।

এবার ক্ষোভ উগরাচ্ছেন মাধাই। 'আমিতো দেখতেছি আমার ব্যাপারে কারোর দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আমার বাড়িতেও কেউ যায় না। আমার বাড়িতে গেলেতো কষ্ট আছে। আমারতো কিছু নেই।'

৮৫ বছরের শিল্পীর যন্ত্রণা শুনতে শুনতে চোখের সামনে ভাসছে কিছুক্ষণ আগে অভিনয় করে যাওয়া কলাকুশলীদের মুখগুলো। মাধাই শুধু নিজের বিষয়ে নয়, চিন্তায় পড়েছেন খনকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় এই নিয়েও। কারণ তিনি জানেন, পিছিয়ে রাখা মানুষদের সান্ত্বনার জন্য খন পালা চাই, আরো চাই সাধারণ মানুষদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করতেও। তাই বলতে শুরু করলেন, 'খনতো বদলে গেছে। না বদলে গেলে চলবে না। আগেতো কমপিউটার ছিল না, এখন হয়েছে। খনকে পরিবর্তন করতে হবে। ৪৫ মিনিটের ওপরে যাওয়া যাবে না। কারণ লোকের একটা ধৈর্য আছে। ঐ যে শ্রিয়াল (সিরিয়াল) চলছে, খনকে ওর মতন চালাতে হবে। বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয় খন গানে আনতে হবে।' পরামর্শ দিয়েছেন, 'সরকার নজর না দিলে খন টিকবে না। তাই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।'

খন লোকনাটক বাঁচিয়ে রাখার নানা সমস্যা। গণেশ রুবিদাস বলছিলেন, 'রির্হাসাল করার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি যেখানে ফাঁকা পাওয়া যায়, সেখানেই বসে যেতে হয়। অনেক সময় কোনো খারাপ ঘটনা ঘটে গেল, আর আমরা সেটাকেই পালা করে ফেললাম। যে ঘটনা ঘটল, আমরা সমাজের মধ্যে সেটাকে ফেলি, যাতে এই ঘটনা আর কেউ না করে। এরজন্য আমাদের পুলিশের হেকেল হতে হয়। যাদের বিরুদ্ধে বলি তারাতো সমাজের গণ্যমান্য লোক। তারা পুলিশকে আমাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়। পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে যায়।' এছাড়া সাজপোশাকের জন্য টাকা নেই, সরকারি পরিচয়পত্র নেই, নানা সমস্যা।

সমস্যা শুধু খন লোকনাটকের নয়, গ্রামেরও নানা সমস্যা। এখনো গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। পাকা রাস্তা নেই। তবে স্বাস্থ্য, শিক্ষার কিছুটা ব্যবস্থা আছে। খন দলের একজন বলছিলেন, 'গ্রামে ইলেকট্রিক আসেনি বলেই হয়তো আমাদের পালাগুলো লোকে দেখে, নয়তো টিভি খুলে বসে যেত।'

এরমধ্যেই মাধাই মোহান্তর গাওয়া গানটা ভেসে আসছিল–

আল্লা কেন খাইনু ভিক্ষা করা চাল ভাতোরে
হা রে দয়ালু আল্লা রে
ভিক্ষা করার চাল–এ ভাত পেটে উঠল বিষ রে
হা রে দয়ালু আল্লা রে.....

মাধাই–এর স্বগতোক্তি।

–কিসের জন্য? জানতে চাইলাম।

–কৃষক যেমন উৎপন্ন করে কিন্তু মজুরিটা পান না। তার ভাগ্যে ঝাঁটা আর কুলা। আমার ভাগ্যেও সেই ঝাঁটা আর কুলা। কিছু লোক আছে বাবুই পাখির মত। বাবুই পাখি জোনাকি ধরে নিয়ে যায়। পুক পুক করে আলো দেয়। আমি কোনোদিন লেখাপড়া শিখিনি। বই, খাতা, স্লেট

মাঙ্গলিকী

জমে উঠল সালকিয়া সাহিত্য সভা

জমে গেলো 'পঞ্চ পাণ্ডব'–এর সাহিত্যের আসর। আসর বসেছিল কয়েক মাস আগে সালকিয়া নিবাসী বরিষ্ঠ সাহিত্যিক গণেশ গুহর আবাসন গৃহের সুসজ্জিত 'লিভিং স্পেস'–এ। শ্রী গুহর আমন্ত্রণে আসরে যোগদান করেন বিশিষ্ট গল্পকার চিরন্তন মুখোপাধ্যায়; 'শুভ প্রত্যাশা' পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, যুবা জাদু প্রতিভা নাট্যকর্মী, শেপোগ্রাফিস্ট, আই. টি জগতের মানুষ আশীষ মুখার্জী ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর উপস্থিত ছিলেন আসরের 'জননী' শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গুহ, যিনি সকলকে 'চা–জলযোগ সহ আপন করে সবার সাথে আসরে উপস্থিত থেকে আগ্রহী শ্রোতা হিসাবে আসরকে করলেন সমৃদ্ধ।

আসরের শুরু হল আসরের আহ্বায়ক গণেশ গুহর উষ্ণ স্বাগতঃ ভাষণে। এদিন বিবিধ পাঠের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করব চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের 'নর্মদার রূপমতী সংবাদ' যা আসলে ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু লেখার মুন্সীয়ানায় হয়ে গেলো এক মনোগ্রাহী গল্প! চিরন্তনের এই লেখাটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল ২৯.৬.১২ তারিখে (এরপরেও অবশ্য বহুল প্রচারিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চিরন্তনের বিবিধ লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং সুনিশ্চিত ভাবে আরও হবে)।

যুবা প্রতিভা আশীষ মুখার্জী শোনালেন স্বরচিত কবিতা 'কথা বল'। আসরে উপস্থিত প্রাজ্ঞ কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার বললেন আশীষের কবিতা খুবই সময়োপযোগী— ঠিকই তাই। এদিন অন্য অনুষ্ঠানে যাবার পূর্বসূচি থাকায় 'নাট্যকর্মী, জাদুকর, শেপোগ্রাফিস্ট আশীষ মুখার্জীকে পাওয়া গেলোনা... তবে গণেশ গুহর অতি মননশীল কবিতা 'হলফ'–এর অসাধারণ আবৃত্তি শুনিয়ে গেলেন আশীষ... পরে গণেশ গুহ শোনালেন 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'র কথা মনে করিয়ে তাঁর অনবদ্য ইংরাজী কবিতা 'জেলেটিনিয়া'।

এদিন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার নিজের বিবিধ রচনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে বহুরঙে মেলে ধরলেন— শোনালেন দারুণ অনু রম্য রচনা 'চীৎবাদ্য'। '২৫ বছর মাস্টারি করি', শুনিয়েছেন কবি হিসাবে তাঁর সিগনেচার পিস কবিতা, 'কলোনির সেকাল, একাল, ভবিষ্যৎ'। বুদ্ধদেব বাবুর সম্পাদিত 'শুভ প্রত্যাশা' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির এদিন আসরে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন বরেণ্য সাহিত্যিক গণেশ গুহ। পত্রিকাটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন বহু প্রতিভামুখী যুবা আশীষ মুখার্জী।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন তাঁর রম্যরচনা 'স্পেশাল জামাই ষষ্ঠী' (আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

আগেই বলেছি এদিন কবি/গল্পকার বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার নিজেকে নানানভাবে মেলে ধরেন। যেমন শোনালেন তাঁর আরও কিছু কবিতা; যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ করতে হয় 'কঙ্কালের আড়ালে' কবিতাটির কথা। এই কবিতাটির বিষয়ে সকলের মনের কথাই ব্যক্ত করলেন আশীষ মুখার্জী এই বলে, 'কবিতাটি রচনায় কবির অসাধারণ শব্দচয়ণ সত্যই প্রশংসনীয়'...

আসরের শেষে এসে বিদেশে কত ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিবাদ বিচ্ছেদ ঘটে, এ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য পেশের মাধ্যমে গণেশ গুহ তাঁর সমাজ সচেতনার কথাই ব্যক্ত করলেন– আবার 'ক্রশওয়ার্ড পাজল' নিয়ে দারুণ কৌতুক শুনিয়ে আসরকে আরও'রশেবশে' করে তুললেন।

এইরকম আরও এক সাহিত্য–সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সন্ধ্যার অপেক্ষায় রইলেন এই প্রতিবেদক...

'মা সারদা' ভক্তিমূলক গানে নজর কাড়লেন প্রলয়

ইন্দ্রজিৎ আইচ

'কথায় ও গানে সকলের মা শ্রীশ্রী মা' ভক্তিমূলক এক চমৎকার সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল হাতিবাগানের আস্থা কমিউনিটি হলে। রাগা মিউজিকের আয়োজনে ভাষ্যপাঠ গ্রন্থনায় আছেন সুদীপ্তা মুখার্জি, শুভঙ্কর রায়, দেবাশিষ ঘোষ, আশিস মজুমদার ও উর্মিমালা বসু।

সেদিন উদ্বোধনী নৃত্যে অংশ নেন দেবাঙ্গনা সেনগুপ্ত, শিল্পী প্রলয় সেনগুপ্ত সুখের কথা বোলোনা, কত খেলা খেলেছি। মাগো, তুমি কখন শ্যাম কখন শ্যামা

সেদিন প্রকাশিত হল প্রলয় সেনগুপ্তর গাওয়া সারদাকে নিয়ে ১৪টি গানের অসাধারণ অ্যালবাম 'সকলের মা শ্রীশ্রী মা'। সিডি প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট, ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়, সমীর সাসনবিশ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সিডিতে প্রলয়ের গানের সঙ্গে চিত্ত দুয়ার খুলে দিন, মন তোর এত ভাবনা কেনে! তুমি যে চেয়ে আছো, মা তোর কতরঙ্গ দেখবো বল প্রমুখ গানগুলি দরদ দিয়ে গাইলেন সেদিন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এককথায় অনবদ্য হয়ে ওঠে, সঞ্চালনায় ছিলেন মধুছন্দা তরফদার।

দুঃস্থদের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ

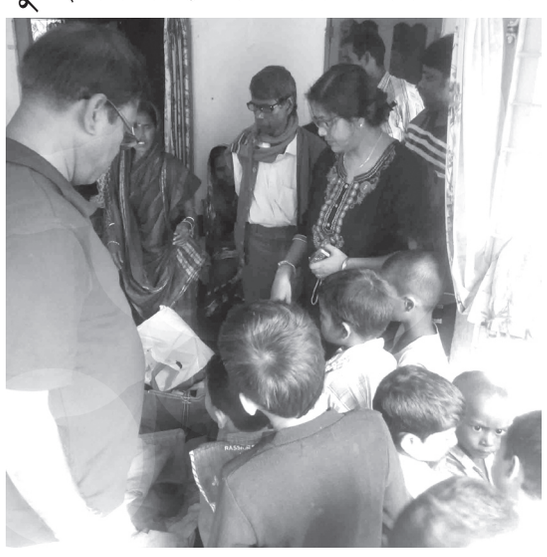

কলকাতা গাঙ্গুলিবাগানের জেএস মেমোরিয়াল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা বাসন্তীর রাধারানীপুরের বিদ্যাধরী নদী পার্শ্বস্থ দুঃস্থদের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ করলো। ছেলেমেয়ে, কিশোর কিশোরী মিলে প্রায় ৫০০ পোশাক বিতরণ করা হয়। এই পোশাক পেয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় খুশির জোয়ার। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক সমাজসেবী প্রভুদান হালদার, এলাকার সমাজসেবী স্বপন পট্টনায়েক, মুকুন্দ দাস প্রমুখ, জেএস মেমোরিয়ালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চম্পা দাস এবং সুভাষ চন্দ্র দাস, গৌতম সেন প্রমুখ।

আন্দামানে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ

এবার আন্দামানে উপস্থিত জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ। কিছুদিন আগেই সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর জাদু প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছেন আমাদের বিরাট দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগণের সামনে। এ সবই তিনি করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের 'সৎ অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন'–এর কার্যসূচি অনুযায়ী।

জাদুকর অশোক বিশ্বাস গত ৬ই জানুয়ারি থেকে (তারিখেই ১৯৭১–এ জাদুসম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র জাপানে জাদু প্রদর্শনী শেষ করেই মাত্র ৫৮ বছর বয়সে আকস্মিক পরলোকগমন করেন— এ বছরের ওই তারিখেই জাদুকর বিশ্বাস আন্দামানে শুরু করলেন তাঁর জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে কল্যাণকর বার্তা পৌঁছে দেবার কাজ।

এবারেও ভারত সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক পরিকল্পনাগুলির যথা 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত (জাতীয় ঐক্যের কথা), লিঙ্গিয়িক হারমনি (বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সমন্বয়ের কথা), 'হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার'–এর কথাই জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ তুলে ধরছেন তাঁদের বিস্ময় ও আনন্দ সমৃদ্ধ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এবারে এই প্রদর্শনী আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রদর্শনীতে সহশিল্পী হিসাবে জাদু কন্যা পিংকির জাদু প্রদর্শনীর জন্য। জাদুকর পিংকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক স্নাতক হবার পরে (বিজ্ঞান শাখায়) পেশাদায়র জাদু প্রদর্শনী দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্ত জাদুকর পিংকির জাদুর সাথে বাচন আন্দামানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে মুগ্ধ করছে ছোট থেকেই জাদু প্রদর্শনী দেবার অভিজ্ঞতার ফলে জাদুর বিস্ময়ের ঘাটতি নেই তার প্রদর্শনীতে।

এই সাথে উল্লেখ করতে হয় এবারের প্রদর্শনীতে যুক্ত হয়েছেন ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের দল থিয়েটারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিল্পী নিখিলেশ সরকার— সব মিলিয়ে এ এক জমজমাট প্রদর্শনী— আন্দামানের বিবিধ অঞ্চলে, নিকোবর দ্বীপ পুঞ্জে, সেলুলার জেল এরিয়ায় জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ, ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার ভারত সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের বৈচিত্রময় জাদু ও পুতুল নাচের মাধ্যমে— ভারত সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর পরিকল্পনার কথা পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের কাছে... ৬ই জানুয়ারি থেকে ৯ই জানুয়ারির পর 'চারণ শিল্পী'দের দলটি আন্দামানে পরিক্রমণ করলেন ১০ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জানুয়ারি... চরৈবেতি, চরৈবেতি...

ফার্সী মহাকাব্য গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ

মলয় সুর : উনবিংশ শতাব্দীর সোনালীযুগের মহান ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক নেতা ফার্সী কবি ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হজরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলি শাহ ওয়সীর জীবনাদর্শ, শিক্ষা, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং আজ থেকে ১৩০ বছর আগে লিখিত দিওয়ানে ওয়াসী ফার্সী মহাকাব্য গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ ঘটল ১০ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে। তাঁর মতো দক্ষ হৃদয়বান মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম জন্মেছেন। তাঁর বাণীতে মানুষ উদ্দিপিত হত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের তিনি ছিলেন অন্যতম রূপকার। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের চিফরেজিস্ট্রার থেকে পদত্যাগ করে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই মহাপুরুষের জীবন, শিক্ষা ওদর্শন নিয়ে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও জীবন সিলেবাসের পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র দেশে প্রচার হোক। তাঁর নামে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। এই মহাকাব্য গ্রন্থটির প্রকাশক ডঃ সেখ আহমাদ আলি। এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শাহসুফীনুরে আখতার হোসাইন আহম্মদীনুরী সুরেশ্বরী, সাংসদ ইদ্রিশ আলি, অধ্যাপক ডঃ মনসুর আলম, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সালেহা খাতুন, বিশ্বকোষ পরিষদের সম্পাদক পার্থ সেনগুপ্ত, সম্প্রীতি ভারত পত্রিকার সম্পাদক বিমল দাস, সুখনন্দন সিং আলুওয়ালিয়া, হাজি ডঃ সেখ আহমাদ আলি এদিনের এই প্রকাশ অনুষ্ঠান ছিল আবেগময়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষবাবে ঘোষণা করেন সেখ বার্ডজুল হোসেন

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ জানুয়ারি – ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬

সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)

যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।

বিকাল ৪টা – **একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৬

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর ঊর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বৈকাল–৪টায়।

সুপদভাঙ্গীর জীবনযুদ্ধ

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

ভোর ৫টায় শকুন্তলাপার্ক (বেহালা) থেকে এস–৪৫ বাসে করে শিয়ালদা যাই। সেখান থেকে ট্রেনে করে ক্যানিং। আমার সঙ্গে আছে সঞ্জিত ভাঙ্গী। সে সোনারপুর থেকে আমার সঙ্গী হয়েছে। তার সঙ্গেই শান্তিগাছিতে (গোসাবা থানায়) তাদের বাড়ি যাচ্ছি। সঞ্জিত সোনারপুরে একটা ঘর ভাড়া করে, দুই বন্ধুতে থাকে। নিজেরা রেঁধে–বেড়ে খায়। দু'জনেই শিক্ষিত বেকার। হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে। যাইহোক, ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছে, একটু হেঁটে অটো স্ট্যান্ডে গেলাম। সেখান থেকে অটোতে করে গদখালি, নদী পার হয়ে গোসাবা। গোসাবা থেকে ইঞ্জিনভ্যানে প্রায় চল্লিশ মিনিট গিয়ে জটিরাম।

আবার নদী পার হয়ে, ইঞ্জিনভ্যানে ঘন্টাখানেকের বেশি সময় লাগল লাক্সবাগানে পৌঁছতে। লাক্সবাগান থেকে ৭–৮ কি.মি. হাঁটার পর গন্তব্যস্থল শান্তিগাছিতে হাজির হলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দু'টো বেজে গেছে। হাত–পা ধোয়ার পর আমরা ভাত খেতে বসলাম। আমাদের জন্য সঞ্জিতের বাবা–মা না খেয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের খাওয়ার পর তাঁরা খেতে বসলেন। তখন বেলা তিনটে।

সঞ্জিতের বাবার নাম সুপদ ভাঙ্গী। বয়স পঞ্চান্ন–ছাপ্পান্ন হবে। তাঁর দুই ছেলে – সঞ্জিত (২৫) ও জয়দেব (১৮) এবং এক মেয়ে হেনা (২৩)। কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে থেকে, সুপদবাবু ও তাঁর স্ত্রীর জীবনসংগ্রাম প্রত্যক্ষ করলাম। সুপদবাবু একজন খেতমজুর। কাকভোরে উঠে কাজ শুরু করেন, অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত একটানা খেটেই চলেছেন। নাওয়া–খাওয়া ছাড়া কাজের বিরতি নেই। সঞ্জিতের মাও তাই। এক চিলতে বাস্তুর ওপর মাটির ছিটেবেড়ার একটা ঘর। খড়ের চাল। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঘরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটাকে বাঁশ–খুঁটির সাহায্যে ঠেকাঠুকি দিয়ে কোনরকমে পরিবারটির দিন কাটছে। চালটা এতটা নিচু যে, মাথা অনেকটা হেঁট করে তবেই ঘরে ঢোকা যায়। চালের খড় এখনই না পাল্টালে বৃষ্টির জল আটকানো যাবে না। জানালা বিহীন ঘরে আলো আসার জন্যে সঞ্জিত, খড়ের চাল ফাঁক করে দু'দিকে দু'টুকরো কাচ বসিয়ে দিয়েছে। পরিবারটি গরিব, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমাকে আপন ভেবে নিজেদের ঘর সংসারের কথা অকপটে জানিয়েছেন। আমি সুপদবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, শুধু খেত মজুরের কাজ করে আপনি কেমন করে পাঁচজনের সংসার চালিয়েছেন এবং তিন ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন?

–অনেক কষ্ট করে বড়ো ছেলেটাকে বি.এ. পাশ করিয়েছি। মেয়েটা বার ক্লাস পাশ করতে, বিয়ে দিয়েছি। ছোটো ছেলেটা, এ বছর বার ক্লাসে পরীক্ষা দেবে। মোটে পড়াশোনা করে না। বাড়ির কাজকর্ম ও করতে চায় না।

– সঞ্জিত তো ভূগোলে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেছে। বি.এড. পরীক্ষাও দিয়েছে। আশা করি চেষ্টাচরিত্র করে যেকোন একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে।

–পারলে তো ভালো হয়। আমাদের তো আর কিছু নেই। গতর ভরসা।

–তাই তো দেখছি। সকাল হলেই মাঠে চলে যাচ্ছেন।

–ভোরবেলা উঠে আগে, খালে রাতে যে–জাল পেতে রাখি, সেটা ঝেড়ে যে ক'টা মাছ পাই, সেটা বাড়িতে রেখে দিয়ে, তারপর মাঠে যাই। এক বিঘে জমি ফুরনে নিয়েছি। আকাশ মেঘলা, যে কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। ওই ধানটা আগে তুলে দিতে হবে।

–কোথায় তুলে দিতে হবে? আমি জানতে চাই।

–ধানটা কেটে, বেঁধে, বয়ে, মালিকের খামারে তুলতে হবে। তারপর ধান ঝেড়ে, বস্তায় তুলে, খড় গুছিয়ে দিতে পারলে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

–সমস্ত কাজটা একাই করেন?

– আমায় সঞ্জিত সাহায্য করে। তাকেও সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।

করছেন, সেটা তো পরের জমি। নিজের কোনও চাষের জমি নেই? আমি জানতে চাই। সুপদবাবু বললেন,

–আমার দশ কাঠা জলজমি আছে। চাষ করেছি। ভালো ধান ফলেছে। বস্তা পাঁচেক হবে। এবছর দু'হাজার টাকা দিয়ে বর্ষায় এক বিঘে জমি লিজে নিয়েছিলুম। ভালো ধান হয়েছে। দশ বস্তা পাব। দুটো মিলে খরাকিটা হয়ে যাবে। কাঠা দেড়েক ডাঙা আছে। সেখানে একটু সব্জি ফলাই। খাল–বিল থেকে চুনো–পুঁটি যখন যা পাই তাই খাই।

সুন্দরবনের ডায়েরি

স্ত্রী শৈব্যা ভাঙ্গী (৪৬), ঘর–দাবা নিকোচ্ছিলেন, আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আমাদের ৩টে গরু, ৮টা ছাগল, ১১টা মুরগি আছে। আবার ২০টা মুরগির ছানা কিনিছিলুম, তার ৩টে মরে গেছে। সারাদিন এগুলো দেখাশোনা করতে হয়। তার ফাঁকে পাশের প্রাইমারি ইশকুলের মিডডে মিল রান্না করে দিয়ে আসি। মাসে মাসে দেড় হাজার করে টাকা দেয়। তারপর নিজের সংসারের কাজ সেরে, মাঠে গিয়ে সঞ্জিতের বাবাকে ধান কাটায়–বাঁধায় সাহায্য করি।

–এখন যে জমিতে কাজ

আমি হতবাক, একটা পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে স্বামী–স্ত্রীর উদয়াস্ত কী কঠোর পরিশ্রম। শুধু কোনওক্রমে বেঁচে থাকার জন্যে। হবে নাই বা কেন, যেখানে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে, সুন্দবন অঞ্চলের মানুষের গড়পড়তা দৈনিক আয় পঁয়ত্রিশ থেকে পঁঞ্চাশ টাকার মধ্যে, যার তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার (আনন্দবাজার পত্রিকা ১ ডিসেম্বর ২০১৫)। সুতরাং সঞ্জিতের মা–বাবাকে আটের জায়গায় আঠারো ঘন্টা খাটতে হচ্ছে তাতে আর আশ্চর্য কী!

জয় দিয়ে শুরু দুই প্রধানের

ফের আই লিগ আসবে কলকাতায়?

কমল নস্কর

কর্নেল গ্লেনের হাত ধরে ফের খুশির আবহ বাগানে। গতবারের আই লিগ জয়ী মোহনবাগান ব্রিগেড

তাদের প্রথম ম্যাচে আইজল এফসিকে যতই ৩–১ গোলে হারাক না কেন সবুজ মেরুনের খেলায় হতাশ খোদ কোচ সঞ্জয় সেন। অথচ এবার মোহনবাগানের ওপর চাপ সবথেকে বেশি। কারণ একযুগের অধিক সময় পরে মোহনবাগান যে আই লিগ জিতেছে তা আশার সঞ্চার ঘটিয়েছে শুধু বাগানে নয়, পুরো বাংলায়। সেই রেশ এবার ধরে রাখার দিকে মোহন একাদশের চেয়েও এখনও পর্যন্ত এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে স্থানীয় কলকাতা লিগে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের দল যেভাবে সঞ্জয় সেনের বাগানকে নাস্তানাবুদ করে একরকম শুকিয়ে দিয়েছে তারপর থেকে কলকাতায় লাল–হলুদের ঝলকানি অনেকটাই বেড়েছে। এমতাবস্থায় মোহনবাগানকে আই লিগ তথা জাতীয় লিগে একটা ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা সঞ্জয় সেনের কাছে খুব বড় চ্যালেঞ্জ। তাই প্রথম ম্যাচেই যতই তিন পয়েন্ট আসুক না কেন মোহন কোচ তাঁর খেলোয়ারদের মানসিকতায় একদম খুশি নন। বিশেষ করে আইএসএলে যারা বিদেশি কোচেদের গুড বুকে উঠেছেন সেইসব ভারতীয় সবুজ–মেরুন জার্সি গায়ে এতটা কুৎসিত খেলায় দারুণ হতাশ সঞ্জয়বাবু। তিনি সাফ বলেও দিয়েছেন সেই কথা। এর সঙ্গে আবার সোনি নর্ডিকে নিয়ে বিস্তর ঝামেলা শুরু হয়েছে বাগানের অভ্যন্তরে। কর্মকর্তাদের মনোভাবও একদম ভালো ঠেকছে না সঞ্জয় সেনের কাছে। সেটাও তিনি পরিস্কার করে দিয়েছেন এই বলে যে, সোনি নর্ডি চ্যাপ্টার কর্মকর্তারাই জানেন। বিভ্রান্তিটা অবশ্য তৈরি হয়েছে সোনি নর্ডির নিজের কথা থেকেই। তিনি যেভাবে ট্যুইট করেছেন যে মেক্সিকোতে খেলতে যাওয়া খুব রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে চলেছে। এই জায়গাটাই ধরতে পারছে না বাগান বাহিনী। তাই আই লিগের শুরুতে হোচট না খেয়ে জয় পেলেও সোনি নিয়ে বড্ড দুঃশ্চিন্তায় টিম মোহনবাগান। কর্নেল গ্লেন–সোনি নর্ডিকে জুটিকে কল্পনা করে কত আকাশকুসুম ভাবতেও শুরু করেছিলেন আপাদমস্তক মোহনপ্রেমীরা। তাদের আশায় আপাতত ছাই না পড়লেও আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়েছে ভালোমতোই। আসলে শুরুতে সবাই নিশ্চিত ছিল যে নর্ডির বাগানে ফেরা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। গতবারের আই লিগ জয়ে তার যে অবদান তা অব্যাহত থাকবে এবারেও। এই জায়গা থেকেই সমস্যার দাবানল ছেয়ে গিয়েছে বাগান প্রাঙ্গনে। যত তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয় ততোই ভালো। কারণ জেজে,কাতসুমি,শিল্টন–সহ গতবারের হিরোরা প্রায় সবাই এই ব্রিগেডে সামিল। খালি গতবারের জয় নির্ধারক ম্যাচে যার হেড মোহনবাগানকে এনে দিয়েছিল আই লিগ সেই বেল্লো রজ্জাক চলে গিয়েছেন চির প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলে।

লাল–হলুদের উদ্বোধনী ম্যাচেও কাকতালীয়ভাবে ফল হয়েছে একরকম। অর্থাৎ ৩–১ গোলে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের ইস্টবেঙ্গল হারিয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়াকে। তাও আবার খোদ গোয়ার মাটিতে। বেশ কয়েকটি নতুন দিশা পাওয়া গিয়েছে যা রূপালি রেখা দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলে। গতবার পুরোপুরি ফ্লপ থাকা র‍্যান্টি মার্টিন্স ফিরেছেন পুরোদস্তুর পুরনো মেজাজে। মানে ব্যবহারিক মেজাজ নয়, তার পায়ে বল আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত এবারের আই লিগে ইস্টবেঙ্গলের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন এই নাইজেরিয়ান। বেলো রজ্জাকের মতো স্বদেশীয়ও কে পেয়ে আরও যেন চাঙ্গা র‍্যান্টি। তার ওপর র‍্যান্টিকে আবার উৎসাহ যোগাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের আরও এক প্রাক্তনী তথা কেনিয়ান স্যামি ওমেলো। যিনি এবার লাল–হলুদ বেঞ্চে এক বড়সড় পরিবর্তন আনার নেপথ্য নায়ক। ফুটবলার জীবনে তার ইস্পাতের মতো পা যেমন লাল–হলুদকে রক্ষা করত বারংবার তেমনই সহকারি কোচ হিসেবে দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র র‍্যান্টিকে ঝাঁঝালো করে তোলায় ওমেলোর ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। এইসবের জেরে লাল–হলুদ এখন দারুণ সুখি পরিবার। বিপদ যাও বা ঘনাচ্ছে দলের জন্য তা হল ডিফেন্সের ফাঁকফোঁকড়। এই জায়গাটা এখন থেকেই মেরামত করায় নজর দিতে হবে কোচ বিশ্বজিত ভট্টাচার্যকে। না হলে দিল্লি, থুরি আই লিগ জয় কঠিনতর হয়ে উঠবে। মোহনাবাগান যেমন গতবার একযুগ পর জাতীয় লিগ ঘরে এনেছে তেমন আবার চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের সামনেও। নচেৎ গতবারের বাগানের জয় ফ্লুক হিসেবেই অভিহিত হবে।

রাজনীতির মঞ্চে লক্ষ্মীলাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অন্য জগৎ থেকে রাজনীতির দুনিয়ায় এসে একেবারে নেতা বনে যাওয়ার উদাহরণ শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও পাওয়া যায়। হলিউড অভিনেতা থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ সকলেই এতে সামিল। ভারতের দক্ষিণী রাজ্যগুলোতে আগে একটা ট্রেন্ড ছিল যে অভিনেতা –অভিনেত্রীরাই সেখানে নেতা হন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার নজিরও রয়েছে এইসব রাজ্য থেকে। পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানায় কিছু সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করেছে রাজনীতি। এখন সেখানে জায়গা করে নিয়েছে পরিবর্তনের এই সরকার। এই আমলে অভিনেতা থেকে ক্রীড়াবিদের ভিড় উপচে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ থেকে নির্বাচনী ব্যবস্থায়। এর মধ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যতিক্রম হিসেবে থেকে যাবেন। কারণ তাঁর পিছনে বাম জমানা থেকে তখনকার কর্তা ব্যক্তিরা লেগেছিলেন মহারাজকে রাজনৈতিক প্রার্থী করার জন্য। গত লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি সৌরভকে শুধু সাংসদ করাই নয়, একেবারে ক্রীড়ামন্ত্রী করাও প্রস্তাব দেয়। শোনা যায় তৃণমূলও সৌরভকে রাজ্যসভায় বা লোকসভায় দলীয় প্রার্থী হিসেবে পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে বাদ সেধেছেন খোদ সৌরভ। তিনি এইসব বিতর্কে না ঢুকে বরং বাংলা ক্রিকেট জগতের মুখ্য প্রশাসক হয়ে আছেন। যদিও ডালমিয়ার প্রয়াণের পর সৌরভের আবির্ভাব কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায়।

অতি সম্প্রতি গুলাম আলির গজল প্রোগ্রাম ইডেনে করতে না দিয়ে সরকারের চক্ষুশূল হয়েছেন মহারাজ। এদিকে সৌরভের সঙ্গে বিবাদের জেরেই বাংলা ক্রিকেট থেকে অকাল অবসর নিয়েছেন বলে যার নাম প্রথমে আসছে সেই লক্ষ্মীরতন শুক্লা আবার তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে উত্তর হাওড়া থেকে প্রার্থী হতে চলেছেন বলে খবর। প্রার্থীর তালিকায় রয়েছে প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার কন্যা

বৈশালীর নামও। এদিকে ক্রিকেট অলিন্দে এভাবে রাজনীতির ছোঁয়াচ এসে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন প্রবীণ তথা প্রাক্তন বঙ্গজ ক্রীড়াবিদরা। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা শাসক দল ঘনিষ্ঠ নন বা তাবেদারি করেন না। এদের বক্তব্য বাংলার চলচ্চিত্র জগতে যেভাবে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ছায়া ঘনিয়েছে তা ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলার মহলকেও দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। ফলে এখন থেকেই সাধু সাবধান স্লোগান তুলে খেলা–ধুলা থেকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূরে সরানোর দাবি তুলছেন এই সব মহল।

হার দিয়ে অজি অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৩০০ রানের পাহাড় তুলেও হার মানতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। রোহিত শর্মার ঝকঝকে ১৭৯ বা অধিনায়ক বিরাট কোহলির ৯১ রানের ইনিংস ম্লান হয়ে গেল অজি অধিনায়ক স্মিথদের কাছে। যার নিট ফল বিদেশের এই সফরটিও খুব একটা মধুর থাকতে যাচ্ছে না ভারতের জন্য। এমনিতে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে দেশের মাঠে ভারত বরাবরই বাঘ হিসেবে চিহ্নিত। স্পিনিং পিচে বিদেশিদের কাহিল করে একের পর এক জয়ের গাঁথা গেঁথেছেন ভারতের একের পর এক অধিনায়ক।

এই জায়গায় আজহার থেকে ধোনি কিংবা হালফিলে কোহলির নামও উঠে আসবে। আবার অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ভরাডুবির একের পর এক নজির রয়েছে ভারতের। সেদিক থেকে একটু ব্যতিক্রমী সফর করার অভিপ্রায় নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেছিল টিম কোহলি। প্রথম একদিনের ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বড় স্কোর করেও তা ধরে রাখতে পারল না তারা। নিঃসন্দেহে আগামী দিনগুলিতে এই হার শিক্ষা হয়ে কাজ দেবে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। মনে রাখতে হবে অজিদের বিরুদ্ধে শুধু ব্যাটের ফোয়ারা ছড়ালেই হবে না। বোলিং বিভাগটাও মজবুত না করতে পারলে দুঃখ রয়েছে কপালে। কারণ রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা রবীন্দ্র জাদেজারা ঘরের মাঠে যতই ঘূর্ণি পিচে উইকেট তুলুন না কেন বিদেশে গিয়ে সেই এক ঘরে হয়ে পড়েন। এর প্রধান কারণ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশের পিচ গতিসম্পন্ন এবং বাউন্সি হয়। এখানে সাধারণ ভাবে অফস্পিনার বা বাঁহাতি স্পিনারদের খুব একটা কার্যকরী লাগে না। একমাত্র লেগস্পিনাররা বিদেশের মাটিতে কিছুটা ফসল ফলাতে পারে। এ নজির অতীতেও রয়েছে ভুরি ভুরি।

এই মুহূর্তে অমিত শর্মারা ভারতীয় দলে থাকলেও লেগস্পিনের নিরিখে বিশ্ব মানের নয়। তাই ভারতের লড়াই শক্তিশালী করে তুলতে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং বিভাগ বিশেষ করে পেস অ্যাটাক মজবুত করতে হবে। তবেই গিয়ে লড়াকু আখ্যা পাবে টিম ইন্ডিয়া। না হলে হারের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হবে অস্ট্রেলিয়া থেকে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

বাড়ির খবর

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

এই তো শুনি একটা খবর
ওই তো শুনি আরেকখানা
বলতে পারো কোন খবরটা
সত্যি সত্যি বলতে মানা।

এই যে পড়ি উটের ভয়ে
পালিয়ে গেছে হাতির দলে
উড়ছে নাকি উটপাখিরা
ডিস্কো শুনে গগন তলে।

'ইঁদুরছানা ভয়েই মরে
ঈগল পাখি পাছেই ধরে'
লঙ্কা জুড়ে বীর হনুরা
বন্দনা গায় কলস্বরে।

আজব আজব বন্য প্রাণী
তারাও তবে বড্ডো অলস
কুম্ভকর্ণ ছমাস ঘুমায়
জগত জুড়ে এই অপযশ।

শুনবে নাকি দেখবে নাকি
দূর–দর্শন চোখ বরাবর
গল্পগুজব হাসির ফাঁকে
মিলবে জবর হাঁড়ির খবর।

সুপর্ণা পাড্ডের, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com